আরকানুল ঈমান

বা ঈমানের স্তম্ভসমূহ

আল্লাহ, ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ
রাসূলগণ, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভাল-মন্দ সম্পর্কে
যা জানা সকলের জন্যে অত্যাবশ্যক

প্রস্তুতকরণে :

আল-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইলমী গবেষণাস্থ অনুবাদ বিভাগ

অনুবাদ :

মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

দাঈ ধর্ম মন্ত্রণালয় সুউদী আরব, দক্ষিণ কোরিয়া

আল্লাহ
ফিরিশ্‌তাকুল
আসমানী কিতাবসমূহ
নাবী-রাসূলগণ
শেষ দিবস ও
তাক্বদীরের ভাল মন্দ সম্পর্কে –
যা জানা সকলের জন্য অপরিহার্য

আরকানুল ঈমান

বা

ঈমানের স্তম্ভসমূহ

প্রণয়নে

ইবরাহীম আবদুল হালীম আল-মাদানী

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

আরকানুল ঈমান বা ঈমানের স্তম্ভসমূহ

ইবরাহীম আবদুল হালীম আল-মাদানী

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব : www.tawheedpublications.com

ইমেল : tawheedpublications@gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

ISBN : 978-984-8766-65-7

أَرْكَانُ الْإِيْمَانِ

আর্কানুল ঈমান বা ঈমানের স্তম্ভসমূহ

তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্তাদের, কিতাবসমূহের, রাসূলগণের ও শেষ দিবসের এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ.

অর্থ : বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকাজ হল- যে ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশ্তাদের উপর এবং সমস্ত নাবী রাসূলগণের উপর। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭]

তিনি আরো বলেন :

﴿كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

অর্থ : সবাই বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নাবীদের প্রতি, তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২৮৫]

তিনি আরো বলেন : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

অর্থ : আমরা (আমি) প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।

[সূরাহ আল-ক্বামার, আয়াত-৪৯]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

وتؤمن بالقدر خيره .وشره.)) [رواه مسلم].

অর্থ : ঈমান হল : তুমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আরো বিশ্বাস রাখবে ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি।

[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

ঈমানের সংজ্ঞা : তা হলো মুখে বলা, অন্তরে বিশ্বাস করা ও বাস্তবে অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদন করা। ঈমান আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতায় হ্রাস পায়।

আল্লাহ ত'আলা বলেন :

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ}. [سورة الأنفال: الآية ٢-٤].

অর্থ : প্রকৃত মু'মিন তারাই যখন তাদের নিকট আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আর যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াত পঠিত হয় তখন তাদের ঈমান বর্ধিত হয়। তারা তাদের প্রভুর উপরেই ভরসা করে। তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার প্রদত্ত রুযী হতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার।

[সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত-২-৪]

তিনি আরো বলেন :

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا [سورة النساء: الآية ١٣٦].

অর্থ : এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা সে ব্যক্তি চরম পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।

[সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-১৩৬]

আর ঈমান যা মুখের দ্বারা সম্পাদিত হয় : যেমন-যিকির, দু'আ, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও কুরআন পাঠ করা ইত্যাদি।

অনুরূপ অন্তরের সাথেও ঈমান সংশ্লিষ্ট : যেমন- স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, ইবাদাতের অধিকারী এবং সুন্দরতম নাম ও মহান গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার (তাওহীদ) একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের আবশ্যকতায় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইচ্ছা-সংকল্প ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল।

আর অন্তরের কাজ হলো : আল্লাহর ভালবাসা, ভয়-ভীতি, আশা আগ্রহ ও ভরসা ইত্যাদি (সব কিছু অন্তরের ঈমান)।

অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্মসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সলাত-নামায, সাওম-রোযা, হাজ্জ, আল্লাহর পথে জিহাদ, দ্বীন শিক্ষার্জন করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}.

অর্থ : আর যখন তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর) আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। [সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত-২]

তিনি আরো বলেন :

{هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا إِيمَانًا}.

অর্থ : তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়। [সূরাহ আল-ফাতহ্-আয়াত, ৪]

সুতরাং আনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত বৃদ্ধি পায়, ঈমানও ততো বৃদ্ধি পায়। আর আনুগত্য ও নৈকট্যশীলতা যত হ্রাস পায়, ঈমানও ততো হ্রাস পায়। যেমন- অবাধ্যতা ও নাফারমানী ঈমানে কু-প্রভাব ফেলে, যদি তা (নাফারমানী) বড় ধরণের শির্ক বা কোন কুফরী কাজ হয় তাহলে আসল ঈমানকে ধ্বংস করে দিবে। আর যদি ছোট ধরণের কোন নাফারমানী হয় তাহলে ঈমানের পরিপূর্ণতায় ঘাটতি আসে এবং তা কলুষিত ও দুর্বল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ}.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।

[সূরাহ আন- নিসা, আয়াত-৪৮]

তিনি আরো বলেন :

{يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ}.

অর্থ : তারা কসম খেয়ে বলে যে আমরা বলি নাই। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কুফরী করেছে।

[সূরাহ আত্‌তাওবাহ্-আয়াত - ৭৪]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) [متفق عليه].

অর্থ : ব্যাভিচারী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়না, চোর পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা এবং মদ্যপায়ী পরিপূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করেনা, (অর্থাৎ উক্ত সময়ে তাদের ঈমান অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়)। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

اَلرُّكْنُ الْأَوَّلُ : اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

প্রথম রুক্ন বা স্তম্ভ : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

১। ঈমানের বাস্তবায়ন :

নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা হয়।

প্রথমত : এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ বিশ্ব জগতের একজন প্রভূ প্রতিপালক রয়েছেন। যিনি স্বীয় সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনা ও কর্ম ব্যবস্থাপনায় রুযীদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, ক্ষমতাশীল এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন প্রভূ-প্রতিপালক নেই।

তিনি একাই যা ইচ্ছা তা করেন এবং যা চান তার হুকুম করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁরই হাতে আসমান জমিনের রাজত্ব। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল ও জ্ঞাত রয়েছেন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

সকল আদেশ তাঁরই এবং সর্ব প্রকার কল্যাণ তাঁরই হাতে, তাঁর কর্মসমূহে কোন শরীক নেই। তাঁর কর্মে তাঁকে পরাজিত করার মত কেউ নাই। বরং মানব জাতি, জ্বীন জাতি ও ফিরিশ্‌তামণ্ডলীসহ সকল সৃষ্টি জীব তাঁরই দাস বা বান্দা। তারা তাঁর রাজত্ব, ক্ষমতা ও ইচ্ছা হতে বের হতে পারেন না।

তাঁর কর্মসমূহ অগনিত কোন সংখ্যাই তা সীমাবদ্ধ করতে পারেনা। এ সকল বৈশিষ্টের তিনিই একমাত্র অধিকারী, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত কেউ এ (বৈশিষ্ট্য) সমূহের অধিকার রাখে না। এসব গুণাবলী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সহিত সম্পর্কিত ও সাব্যস্ত করা হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ} [سورة البقرة: الايتان ٢١ ، ٢٢].

অর্থ : হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। যে পবিত্র সত্ত্বা তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা, আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২১-২২]

তিনি আরো বলেন :

{قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ}.

অর্থ : তুমি বল : হে আল্লাহ ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। [সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-২৬]

তিনি আরো বলেন :

{وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ}. [سورة هود، الآية: ٦]

অর্থ : আর পৃথিবীতে বিচরণশীল মাত্রই সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে রয়েছে। [সূরাহ হুদ, আয়াত-৬]

তিনি আরো বলেন :

{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ}.

অর্থ : জেনে রেখ তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁরই বিধান, আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্ব জগতের প্রভূ-প্রতিপালক। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৪]

দ্বিতীয়ত : এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুন্দর

নামসমূহ ও পূত-পবিত্র পূর্ণ গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। যার কিছু বান্দাদের জন্য তাঁর পবিত্র গ্রন্থ ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْـنَ يُلْحِـدُوْنَ فِيْٓ أَسْـمَآئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ} [سورة الأعراف، الآية: ١٨٠]

অর্থ : আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্ব উত্তম নামসমূহ। তাই সে নামগুলো ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃত কর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-১৮০]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)) [متفق عليه]

অর্থ : আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি ইহা সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আর এই আক্বীদাহ-বিশ্বাস, দু'টি বড় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম : নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও মহান গুণ রয়েছে, যা পরিপূর্ণ গুনাবলীর প্রমাণ করে, তাতে কোন প্রকারের অপরিপূর্ণতা ও ত্রুটি নেই। সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তাঁর মত ও তাঁর অংশীদার হতে পারেনা।

الحيّ (আল-হাইয়্যু) তাঁর (আল্লাহর) নামসমূহের একটি নাম।

الحياة (আল-হায়াত) তাঁর সিফাত বা গুণ যা মহান আল্লাহর জন্য সমুচিত সঠিক পন্থায় সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর এ জীবন এক চিরস্থায়ী পরিপূর্ণ জীবন। তাতে জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি সর্ব প্রকার পূর্ণতার সমাবেশ রয়েছে। আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর লয় ও ক্ষয় নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{اللهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ج الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ}.

অর্থ : তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারেনা এবং নিদ্রাও নয়। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২৫৫]

দ্বিতীয় : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ ও ত্রুটি যুক্ত গুণ হতে সম্পূর্ণভাবে পূত-পবিত্র যেমন : নিদ্রা, অপারগতা, মূর্খতা ও জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি।

তিনি আরো পূত-পবিত্র সৃষ্টিজীবের সাথে সাদৃশ্য রাখা হতে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তাঁর (আল্লাহর) জন্য যে সকল গুণ অস্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল গুণকে নিজের জন্য অস্বীকার করেছেন সে গুণের বিপরীত গুণে পরিপূর্ণভাবে গুনান্বিত, এই বিশ্বাস রাখা। সুতরাং যখন আল্লাহকে তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে মুক্ত করব, তখন তন্দ্রার বিপরীত চির জাগ্রত এবং নিদ্রার বিপরীত চিরঞ্জীব পরিপূর্ণ দু'টি গুণকে সাব্যস্ত করা হবে।

অনুরূভাবে আল্লাহকে প্রতিটি অপরিপূর্ণ গুণ থেকে মুক্ত করলে সাথে সাথে তার বিপরীত পরিপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। তিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ আর তিনি ব্যতীত সবই অপরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [سورة الشورى، الآية: ١١].

অর্থ : (সৃষ্টিজীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়।আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন। [সূরাহ আশ্‌শুরা, আয়াত-১১]

তিনি আরো বলেন :

{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [سورة فصلت، الآية: ٤٦].

অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। [সূরাহ ফুস্‌সিলাত, আয়াত-৪৬]

তিনি আরো বলেন :

{وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ}.

অর্থ : আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। [সূরাহ ফাতের, আয়াত-৪৪]

তিনি আরো বলেন :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [سورة مريم، الآية: ٦٤].

অর্থ : আর তোমার প্রতিপালক বিস্মৃত হওয়ার নন।

[সূরাহ মারইয়াম, আয়াত-৬৪]

আল্লাহর নাম, তাঁর গুণ ও কর্মসমূহের প্রতি ঈমান আনা, আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদাতকে জানার একমাত্র পথ।

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এই পার্থিব জগতে তাঁর সরাসরি দর্শনকে সৃষ্টিজীব হতে গোপন রেখেছেন এবং তাদের জন্য এমন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা তাদের প্রভু ইলাহ্-মা'বূদকে জানবে এবং সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর ইবাদাত করবে।

সুতরাং বান্দা তার গুণময় মা'বূদের ইবাদাত করে, মুআত্তিল (আল্লাহর নাম ও গুনাবলী অস্বীকারকারী) অনস্তিত্বের ইবাদাত করে, মুমাচ্ছিল (মুশ্‌রিক সাদৃশ্যবাদী) প্রতিমার ইবাদাত করে। আর মুসলিম ব্যক্তি এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ইবাদাত করে, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর লক্ষ্য রাখা উচিত :

১। সংযোজন ও বিয়োজন ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সুন্দর নামসমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.

অর্থ : তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক মাত্র সব কিছুর মালিক, যাবতীয় দোষ-ক্রুটি হতে পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, পর্যবেক্ষক, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র।

[সূরাহ আল-হাশর, আয়াত-২৩]

হাদীসে এসেছে :

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللهَ قَالَ فَقَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى)) [رواه أبو داود، وأحمد].

অর্থ : নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, কারণ সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তুমি (মান্নান) অনুগ্রহকারী, আসমান জমিনের সৃষ্টি কারী। হে সম্মানিত ও মর্যদাবান! হে চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক বাহক !

অতঃপর নাবী (ﷺ) (সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি জান ? সে কিসের (অসীলায়) আল্লাহকে আহ্বান করেছে ? তাঁরা বল্লেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তারপর নাবী (ﷺ) বল্লেন : শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় সে আল্লাহকে তাঁর এমন ইসমে আজমের (মহান নামের) অসীলায় আহ্বান করেছে, যার দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করলে আল্লাহ্ আহ্বানে সাড়া দেন এবং আবেদন করলে তিনি দান করেন। [ইমাম আবু দাউদ ও আহ্‌মাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন]

২। আল্লাহ্ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন। সৃষ্টি জীবের কেউ তাঁর নাম রাখে নাই। এবং তিনি নিজেই এই সকল নাম দ্বারা স্বীয় প্রশংসা করেছেন। ইহা সৃজিত নতুন নয়। ইহার উপর ঈমান আনা।

৩। আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক যাতে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি নেই। তাই এ নামসমূহের প্রতি ঈমান আনা যেমন ওয়াজিব, তেমনি এর অর্থের উপর ঈমান আনাও ওয়াজিব।

৪। এ সমস্ত নামের অর্থ অস্বীকার ও অপব্যাখ্যা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

৫। প্রতিটি নাম হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা।

এ পাঁচটি বিষয়কে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমরা আল্লাহর নাম السَّمِيْعُ আস্‌সামী' (শ্রবণকারী) দ্বারা উদাহরণ পেশ করবো।

السَّمِيْعُ এতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

(ক) السَّمِيْعُ (আস্‌সামী') আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম। এ কথার প্রতি ঈমান আনা। কারণ এর বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

(খ) আরো ঈমান আনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজেকে এ নামে নাম করণ করেছেন, এ নামে কথা বলেন এবং তা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন।

(গ) السَّمِيْعُ (আস্‌সামী') আস্‌সাম্‌উ বা (শোনা) অর্থকে শামিল করে। যা আল্লাহর গুণসমূহের একটি গুণ।

(ঘ) السَّمِيْعُ (আস্‌সামী') নাম হতে উদ্ভূত "শ্রবণ করা বা শোনা" গুণটি অস্বীকার ও অপব্যাখা না করে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(ঙ) নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন এবং তাঁর শ্রবণ সকল ধ্বনিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, এই বিশ্বাস রাখা। এ ঈমানের ফলাফল ও প্রভাব হলো আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তাঁর ভয়-ভীতি আবশ্যক হয়ে যায় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন থাকেনা।

এমনিভাবে আল্লাহর গুণ العَلِي (আল-আলী) সাব্যস্ত করার সময় নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত :

১। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল সিফাত বা গুণ কোন প্রকার অপব্যাখ্যা ও সঠিক অর্থ ত্যাগ না করে প্রকৃতার্থে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

২। দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয়-দোষ ও অসম্পূর্ণ গুণ হতে মুক্ত, বরং তিনি সু-পরিপূর্ণ গুণে গুনান্বিত।

৩। আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সৃষ্টিজীবের গুণসমূহের সাদৃশ্য না করা। কারণ আল্লাহর অনুরূপ কোন কিছু নেই। না তাঁর গুণে এবং না তাঁর কর্মে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [سورة الشورى، الآية: ١١]

অর্থ : (সৃষ্টিজীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরুপ নয়। আর তিনি সব শুনেন, এবং সব দেখেন। [সূরাহ আশ্‌শুরা, আয়াত-১১]

৪। এসব গুণের রূপ ও ধরণ-গঠন জানার কোন প্রকার আশা আকাঙ্খা না করা। কেননা আল্লাহর গুণের রুপ ও ধরণ-গঠন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা। ফলে সৃষ্টিজীবের তা জানার কোন পথ নেই।

৫। এ সব গুণাবলী হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান এবং এর প্রভাব ও দাবীর প্রতি ঈমান আনা। সুতরাং প্রতিটি গুণের সাথে ইবাদাত সম্পৃক্ত।

এখন পাঁচটি বিষয় আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য সিফাতুল ইস্‌তিওয়া (الاستواء) এর উদাহরণ পেশ করব।

আল-ইস্‌তিওয়া (الاســتواء) গুণটি সাব্যস্ত করতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য :

১। আল-ইস্‌তিওয়া (আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ব-সত্তায় আরশের উপরে রয়েছেন) এ গুণটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা, কেননা ইহা কুরআন ও হাদীসে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى} [سورة طه، الآية: ٥].

অর্থ : পরম দয়াময় (আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ব-সত্তায়) আরশের উপর রয়েছেন। [সূরাহ ত্বহা, আয়াত-৫]

২। আল-ইস্‌তিওয়া (الاســتواء) গুণটিকে যথাযোগ্য ও পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এর প্রকৃত অর্থ হলো : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আরশের উপরে সমুন্নত রয়েছেন, যেমন তাঁর মহত্বের ও শ্রেষ্টত্বের শোভা পায়।

এর অর্থ আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন প্রকৃত পক্ষে। তাঁর মর্যাদার জন্য যেভাবে শোভা পায়।

৩। আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমান থাকাকে সৃষ্টি জীবের আসন গ্রহণের সাথে উপমা না দেওয়া। কেননা আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের মুহ্‌তাজ নন। কিন্তু সৃষ্টি জীবের সমাসীনতা সম্পূর্ণ সতন্ত্র, সৃষ্টিজীব এর মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ} [سورة الشورى، الآية: ١١].

অর্থ : (সৃষ্টি জীবের) কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শুনেন এবং সব দেখেন। [সূরাহ আশ্‌শুরা, আয়াত-১১]

৪। আল্লাহ্ তা'আলার আরশের উপর বিরাজমানের ধরণ ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত না হওয়া। কেননা এটা গাইবী (অদৃশ্যের) বিষয়, যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেনা।

৫। এ গুণটি হতে সাব্যস্ত বিধি-বিধান ও ফলাফল এবং এর প্রভাবের প্রতি ঈমান আনা, আর তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য মহত্ত ও শ্রেষ্টত্ব সাব্যস্ত করা, যা সমগ্র সৃষ্টি হতে তাঁর উর্দ্ধে ও সু-উচ্চে (আরশের উপর) অবস্থানই প্রমাণ করে।

আরো প্রমাণ করে সকল আত্মার তাঁরই দিকে উর্ধমূখী হওয়া, যেমন সিজ্‌দাকারী সিজ্‌দায় বলে : (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা, আমি আমার প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করি যিনি সু-উচ্চ ও উর্ধে।

তৃতীয়ত : এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ বা উপাস্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার অধিকার রাখেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ}.

অর্থ : আমরা (আমি) প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করা অর্থাৎ শির্ক করা) থেকে বিরত থাকবে। [সূরাহ আন-নহল, আয়াত-৩৬]

আর প্রত্যেক রাসূলই স্বীয় উম্মাতকে বলতেন :

اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ [سورة الأعراف، الآية: ٥٩].

অর্থ : তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন সত্য উপাস্য নেই। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৯]

তিনি আরো বলেন :

وَمَآ أُمِرُوْآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ [سورة البينة، الآية: ٥].

অর্থ : আর তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে (শির্কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে। [সূরাহ আল-বাইয়্যেনাহ-আয়াত-৫]

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

((أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)).

অর্থ : তুমি কি জান ? বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব বা অধিকার কি ? আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কি ?

আমি (মু'য়াজ রাঃ) বল্লাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। রাসূল (ﷺ) বল্লেন : বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হলো- তাঁর (আল্লাহর) ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার না করা। আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হলো-যারা তাওহীদের উপর থেকে শির্ক মুক্ত থাকে তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া।

সত্য মা'বূদ : তিনিই সত্য মা'বূদ, অন্তর যার ইবাদাত করে, যার ভালবাসায় অন্তর ভরে যায়, অন্যের ভালবাসার প্রয়োজন পড়েনা। যার আশা আকাঙ্খাই অন্তরের জন্য যথেষ্ট, অন্যের কাছে আশা ও আকাঙ্খার প্রয়োজন হয়না। যার নিকট চাওয়া পাওয়া, সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁকে ভয়-ভীতি করাই অন্তরের জন্য যথেষ্ট। অন্য কারো কাছে চাওয়া পাওয়ার প্রার্থনা করা, কাউকে ভয়-ভীতি করার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ} [سورة الحج، الآية: ٦٢].

অর্থ : এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্য : আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই সবার উচ্চে মহান।

[সূরাহ আল-হাজ্জ, আয়াত-৬২]

আর ইহাই বান্দার কর্মের দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করা। ইহাই তাওহীদে উলুহীয়্যাহ্।

তাওহীদের গুরুত্ব :

নিম্নের বিষয়গুলোর মাধ্যমে তাওহীদের গুরুত্ব ফুটে উঠে।

১। তাওহীদই ইসলাম ধর্মের শুরু ও শেষ, জাহেরী-বাতেনী এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাই সকল রাসূল (ﷺ) এর দাওয়াত ছিল।

২। এ তাওহীদ (কায়েম) এর লক্ষ্যে-আল্লাহ্ তা'আলা মাখ্লুকাত সৃষ্টি করেছেন, সকল নাবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন এবং সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর এ তাওহীদের কারণেই মানুষ মু'মিন-কাফির, সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যে বিভক্ত হয়েছে।

৩। আর তাওহীদই বান্দাদের উপর সর্ব প্রথম ওয়াজিব। সর্ব প্রথম এর মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করে। এবং এ তাওহীদ নিয়েই দুনিয়া ত্যাগ করে।

তাওহীদ বাস্তবায়ন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :

তাওহীদের বাস্তবায়ন হল : তাওহীদকে শির্ক, বিদ্'আত ও পাপাচার মুক্ত করা।

তাওহীদকে কলুষমুক্ত করা দু'রকম :

১। ওয়াজিব,

২। মান্দূব বা মুস্তাহাব।

ওয়াজিব তাওহীদ তিন বিষয়ের মাধ্যমে হয় :

১। তাওহীদকে এমন শির্ক, হতে মুক্ত করা, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

২। তাওহীদকে এমন বিদ্'আত হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী, অথবা মূল তাওহীদের পরিপন্থী সে বিদ্'আত যদি কুফরী পর্যায়ের হয়ে থাকে।

৩। তাওহীদকে এমন পাপকর্ম হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের (অর্জিত) পূণ্য হ্রাস করে এবং তাওহীদে কু-প্রভাব ফেলে।

আর মান্দূব (তাওহীদ) :

তা হলো মুস্তাহাব কাজ। যেমন নিম্নরূপ :

(ক) ইহ্সানের (ইখলাসের) পূর্ণ বাস্তবায়ন।

(খ) ইয়াক্বীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

(গ) আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট অভিযোগ না করে পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করা।

(ঘ) সৃষ্টি জীব হতে মুক্ত হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়াই যথেষ্ঠ মনে করা।

(চ) কিছু বৈধ উপকরণ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের প্রকাশ। যেমন-ঝাড় ফুঁক ও দাগা (রোগ নিরাময়ের জন্য) ছেড়ে দেওয়া।

(ছ) নফল ইবাদাত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণ ভালবাসা লাভ করা।

অতঃপর যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে উপরে বর্ণনানুপাতে এবং বড় শির্ক হতে বেঁচে থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করা হতে পরিত্রাণ লাভ করবে।

আর যারা বড় ও ছোট শির্ক করা হতে বেঁচে থাকবে এবং বড় ও ছোট পাপ হতে দূরে থাকবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيْمًا}. [سورة النساء، الآية: ٤٨].

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শির্কের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর ইহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা করেন (তার অন্যান্য অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত, ৪৮]

তিনি আরো বলেন :

{الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ}. [سورة الأنعام، الآية:٨٢].

অর্থ : যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করেনা, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।

[সূরাহ আল- আনআম - আয়াত-৮২]

তাওহীদের বিপরীত শির্ক, ইহা তিন প্রকার :

১। বড় শির্ক, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী, আল্লাহ্ শির্কের গোনাহ্ তাওবাহ্ ছাড়া মাফ করেননা। যে ব্যক্তি শির্কের উপর মারা যাবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

শির্ক হল : আল্লাহর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করে নেয়া। যেমন ভাবে আল্লাহকে ডাকে অনুরূপভাবে তাকে (সমকক্ষকে) ডাকা। তাকে উদ্দেশ্য করা, তার উপর ভরসা করা। তার কাছে কোন কিছুর আশা করা। তাকে ভালবাসা তাকে ভয় করা- যেরূপ আল্লাহকে ভালবাসে ও ভয় করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} [سورة المائدة، الآية:٧٢].

অর্থ : নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশিদার স্থির করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের (মুশ্রিকদের) কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

[সূরাহ আল-মায়িদাহ-আয়াত-৭২]

২। ছোট শির্ক তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। ইহা প্রত্যেক ঐ মাধ্যম যা বড় শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। রিয়া বা লোক দেখানো কাজ।

৩। গোপনীয় শির্ক : যা নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। ইহা কখনো ছোট, আবার কখনো বড় শির্কে পরিণত হয়।

সাহাবী মাহমুদ বিন লবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন :

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرِّيَاءُ)) [رواه الإمام أحمد].

অর্থ : আমি তোমাদের উপর সব চেয়ে বেশী ভয় পাই ছোট শির্কের। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! ছোট শির্ক কী? তিনি বল্লেন : তা হল রিয়া বা লোক দেখানো কাজ।

[হাদীসেটি ইমাম আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন]

২। ইবাদাতের সংজ্ঞা :

এটা ঐ সব আকীদা-বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কর্ম যা আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। এছাড়া কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদাত।

অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীসে বিধিবদ্ধ প্রতিটি কর্ম ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবাদাত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

আন্তরিক ইবাদাত : যেমন- ঈমানের ছয়টি রুক্ন, ভয়, আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীতি ইত্যাদি।

প্রকাশ্য ইবাদাত : যেমন- সলাত/নামায, যাকাত, সওম/রোযা ও হাজ্জ।

ইবাদাত ততক্ষন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তা দু'টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়-

প্রথম : সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা এবং তাঁর সাথে শির্ক না করা। আর ইহাই (شَـهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) "আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُـدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُـوْنَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [سورة الزمر، الآية : ٣].

অর্থ : জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহরই নিমিত্তে। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদাত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। [সূরাহ আয্যুমার, আয়াত ৩]

তিনি আরো বলেন :

{وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ}.

অর্থ : আর তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্টভাবে (শির্কমুক্ত থেকে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে।

[সূরাহ আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৫]

দ্বিতীয় : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে, শরি'আাত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করা।

এর অর্থ : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাজ যেভাবে করেছেন সে কাজ সেই নিয়মে করা, কোন প্রকার কম বেশী না করা।

আর ইহাই (شهادة أن محمدًا رسول الله) "মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ} [سورة آل عمران، الآية:٣١].

অর্থ : তুমি বল : যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল বাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভাল বাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন, আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

[সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-৩১]

তিনি আরো বলেন :

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا} [سورة الحشر، الآية:٧].

অর্থ : আর রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাক।

[সূরাহ আল-হাশর, আয়াত-৭]

তিনি আরো বলেন :

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا} [سورة النساء، الآية:٦٥].

অর্থ : অতএব তোমার পালন কর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষন পযর্ন্ত তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।

[সূরাহ আন্-নিসা, আয়াত-৬৫]

দু'টি বিষয় ছাড়া ইবাদাত (দাসত্ব) পরিপূর্ণতা লাভ করেনা :

প্রথম : আল্লাহকে পূর্ণ ভালবাসা, অর্থাৎ : আল্লাহর ভালবাসা ও আল্লাহ যা ভালবাসেন তাঁর ভালবাসাকে অন্য সকল বস্তুর ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

দ্বিতীয় : আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ : বান্দা আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালনের ও নিষেধাগ্যা হতে বেঁচে থাকার মাধ্যমে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করবে।

সুতরাং পূর্ণ বশ্যতা, বিনয়-নম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে পূর্ণ ভালবাসাকে ইবাদাত বলা হয়। এর মাধ্যমেই বান্দার ইবাদাত স্বীয় প্রভূ সৃষ্টি কর্তার জন্য বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর জন্য ইবাদাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অতএব বান্দার ফরজ বিধান পালন করার মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

বান্দার নফল ইবাদাত যতই বৃদ্ধি পাবে ততই তাঁর নৈকট্য ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাবে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুনায় ইহা জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ} [الأعراف، الآية:٥٥].

অর্থ : তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা-লংঘণকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

[সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-৫৫]

৩। আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এর দলীল ও প্রমাণপঞ্জী :

আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণপঞ্জী রয়েছে।

যারা এ প্রমাণপঞ্জীকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে, তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলার কর্ম, নাম ও গুণাবলী এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে আরো বৃদ্ধি ও দৃঢ় করবে।

নিম্নে সে সকল প্রমাণপঞ্জীর কিছু নমুনা পেশ করা হলো :

(ক) এ পৃথিবী সৃষ্টির বিশালতা, সূক্ষ্ম কারিগরী, রকমারী সৃষ্টি এবং এসব পরিচালনার সুদক্ষ নিয়ম-নীতি।

যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে তার এক্বিন-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে।

তেমনি যে নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, সূর্য-চন্দ্র, মানুষ-পশু, উদ্ভিদ-লতাপাতা ও জড় পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা করবে, সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, এসবের এক জন স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি স্বীয় নামসমূহ, গুনাবলী ও উপাস্যে পরিপূর্ণ, আর ইহাই প্রমাণ করে যে, তিনিই একমাত্র যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার প্রকৃত অধিকার রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ - وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۖ وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ - وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ}.

অর্থ : আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি-যাতে তারা হিদায়াত পথ প্রাপ্ত হয়। আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-৩১-৩৩]

তিনি আরো বলেন :

{وَمِنْ اٰيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ}.

অর্থ : তাঁর (আল্লাহর) আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও

ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র ! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সূরাহ আর-রূম, আয়াত-২২]

(খ) আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম) যে শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এসব প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র যাবতীয় ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য।

আর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিজীবের জন্য যে সব নিয়ম-বিধান প্রনয়ণ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, এসব সেই বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় হতে এসেছে যিনি সৃষ্টিজীবের যাবতীয় কল্যাণ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [سورة الحديد، الآية:٢٥].

অর্থ : আমরা (আমি) আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান বা মানদন্ড যাতে মানুষ ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করে। [সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত-২৫]

তিনি আরো বলেন :

{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [سورة الإسراء، الآية:٨٨].

অর্থ : তুমি বল : যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য এক হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

[সূরাহ আল-ইসরা, আয়াত-৮৮]

(গ) ফিৎরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব বা প্রকৃতি) যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, তা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে। ফিৎরাত অন্তরের স্থায়ী জিনিস, তাই যখন কোন মানুষ কষ্ট পায় তখন তা অনুভব করতে পারে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। মানুষ যদি

সন্দেহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ মুক্ত হয় যা ফিৎরাতকে পরিবর্তন করে দেয় তবে সে অন্তরস্থল থেকে নাম, গুণ ও ইবাদাত প্রাপ্য, একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে যে শারী'আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে আত্মসমর্পণ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْـرَتَ اللهِ الَّـتِيْ فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ}.

অর্থ : তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। সকলেই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, সলাত কায়েম কর এবং মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। [সূরাহ আর-রূম, আয়াত-৩০-৩১]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ))

অর্থ : প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের (ইসলাম ধর্মের) উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান, অথবা অগ্নী পূজক বানায়। যেমন-জানোয়ার নিখুঁত বাঁচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাতে কোন প্রকার ত্রুটি অনুভব কর। [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী]

অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন :

{فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}. [سورة الروم الآية :٣٠].

অর্থ : এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, (দ্বীন ধর্ম) যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। [সূরাহ আর-রূম, আয়াত-৩০]

الرُّكْنُ الثَّانِيُّ : الْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ.

দ্বিতীয় রুক্‌ন : ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান

১। ফিরিশ্‌তাদের পরিচয় :

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান : দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য ফিরিশ্‌তা রয়েছেন। তিনি তাদেরকে নূর (জ্যোতি) হতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিগতভাবে তারা আল্লাহর অনুগত। তারা কখনও আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হননা, বরং যা আদিষ্ট হয় তা পালন করেন। তারা দিবা রাত্রি আল্লাহর তাসবীহ্ (পবিত্রতা) বর্ণনায় রত, কখনও ক্লান্ত হননা। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানেনা। আর আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার (কর্মের) দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ}.

অর্থ : বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর এবং ফিরিশ্‌তাদের উপর।

[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭[

তিনি আরো বলেন :

{كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ} [سورة البقرة، الآية:٢٨٥].

অর্থ : সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।

[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২৮৫]

জিব্‌রাঈল (عليه السلام) এর প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে : যখন তিনি (জিব্‌রাঈল) আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ঈমান, ইসলাম, ও ইহসান সম্পর্কে।

তিনি (জিব্‌রাঈল) বলেন : আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুণ।

তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন :

((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ تُؤْمِنَ

بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))

অর্থ : ঈমান হল : আল্লাহ্ তাঁর ফিরিশ্তাদের, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

ইসলাম ধর্মে ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমানের স্থান ও তার বিধান :

ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের ছয়টি রুক্নের দ্বিতীয় রুক্ন বা স্তম্ভ। ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবেনা। সম্মানিত ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়ার উপর সকল মুসলিমরা একমত। যারা সকল ফিরিশ্তাদের অথবা তাঁদের আংশিকের অস্তিত্বকে যাদের কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন অস্বীকার করবে তারা কুফরী করলো এবং কুরআন, হাদীস ও ইজ্মার বিরোধিতা করলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا}. [سورة النساء، الآية:١٣٦].

অর্থ : যে আল্লাহ্ তা'আলাকে, তাঁর ফিরিশ্তাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে। [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-১৩৬]

২। ফিরিশ্তাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি :

ফিরিশ্তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা।

সংক্ষিপ্ত ঈমান নিম্নের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথম : তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করা, তারা আল্লাহর সৃষ্টি জীব, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের অস্তিত্ব প্রকৃত, তাদেরকে আমাদের না দেখা, তাদের অনস্তিত্বের অর্থ নয়, কারণ পৃথিবীতে অনেক সুক্ষ্ম সৃষ্টিজীব রয়েছে, তাদেরকে আমরা দেখতে পাইনা, অথচ তারা প্রকৃত পক্ষ্যে রয়েছে।

নাবী (ﷺ) জিব্রাঈল (عليه السلام)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।

কতিপয় সাহাবী কিছু ফিরিশ্‌তাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন।

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বাল তার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) জিব্‌রাঈল (عليه السلام) কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে ছয় শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন। প্রত্যেক পাখা একেক প্রান্ত ঢেকে রেখেছে।

জিব্‌রাঈলের (عليه السلام) প্রসিদ্ধ হাদীস যা ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, জিব্‌রাঈল (عليه السلام) মানুষের আকৃতিতে ধবধবে সাদা পোশাকে, মিশ মিশ কালো চুলে নাবী (ﷺ) এর নিকট এসেছিলেন। তাঁর উপর ভ্রমণের কোন নিদর্শন ছিলনা। সাহাবাদের কেহ তাঁকে চিনতে পারেননি।

দ্বিতীয় : আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন, তাদেরকে সেই সম্মান দেওয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দাস। আল্লাহ্‌ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের মর্যাদাকে উঁচু করেছেন এবং তাদেরকে নৈকট্য দান করেছেন। তাদের কেহ কেহ আল্লাহর ওয়াহী, ইত্যাদির রাসূল বা দূত। আল্লাহ্‌ তাদেরকে যতটুকু ক্ষমতার মালিক করেছেন, তারা ততটুকু ক্ষমতারই মালিক। তার পরও তারা তাদের নিজেদের ও অন্যদের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। এ জন্য আল্লাহ্‌ ছাড়া তাদেরকে এ রুবুবীয়াতের বা প্রভূত্তের গুনে গুনান্বিত করা তো দূরের কথা, যেমন-নাসারারা রূহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল عليه السلام) সম্পর্কে ধারণা করেছে। বরং তাদের জন্যে ইবাদাতের কোন অংশ পালন করা বৈধ নয়।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [سورة الأنبياء، الآيتان:٢٦ ، ٢٧].

অর্থ : তারা বলল : দয়াময় (আল্লাহ্‌) সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়। বরং তাঁরা (ফিরিশ্‌তারা) তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেনা এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-২৬-২৭]

তিনি আরো বলেন :

{لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ}.

অর্থ : তারা আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে। [সূরাহ আত-তাহরীম, আয়াত-৬]

প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর এতটুকু ঈমান আনা ওয়াজেব। তাদের উপর অপরিহার্য যে, ইহা জানবে ও বিশ্বাস করবে। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞতা কোন গ্রহণ যোগ্য ওযর বা কারণ নয়।

ফিরিশ্তাদের প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথমত : ফিরিশ্তাদের সৃষ্টির মূল উৎস :

আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের কে নূর হতে সৃষ্টি করেছেন, যেমন-জ্বিন জাতিকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তানদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের সৃষ্টি হলো আদম (عليه السلام) এর সৃষ্টির পূর্বে।

হাদীসে এসেছে :

((خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) [رواه مسلم].

অর্থ : ফিরিশ্তারা নূর হতে, জিনেরা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হতে, আর আদম (عليه السلام) মাটি হতে সৃষ্ট। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

দ্বিতীয়ত : ফিরিশ্তাদের সংখ্যা :

ফিরিশ্তারা সৃষ্ট জীব, তাদের আধিক্যের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তাদের সংখ্যা কেহ জানেনা। আকাশে প্রতি চার আংগুল পরিমাণ জায়গায় একেক জন ফিরিশ্তা সিজ্দারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন। সপ্তম আকাশে আল- বায়তুল মা'মুরে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা প্রত্যহ প্রবেশ করছেন। তাদের আধিক্যতার জন্যে কেউ দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেননা।

কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকবেন, তারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

{وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [سورة المدثر، الآية:٣١].

অর্থ : আর তোমার পালন কর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। [সূরাহ আল-মুদ্দাছির, আয়াত-৩১]

হাদীসে এসেছে নাবী (ﷺ) বলেছেন :

((أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلَّا وَفِيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ وَرَاكِعٌ))

অর্থ : আকাশ গর্জন করছে, আর গর্জন করারই কথা। কারণ প্রত্যেক জায়গায় সিজ্‌দাকারী ও রুকুকারী ফিরিশ্‌তা রয়েছে।

তিনি (ﷺ) আল-বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে বলেন :

((يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه)) [رواه البخاري ومسلم.]

অর্থ : বাইতুল মা'মুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন, তারা দ্বিতীয় বার ফিরে আসার সুযোগ পাবেন না।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তিনি (ﷺ) আরো বলেন :

((يؤتي بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك)) [رواه مسلم].

অর্থ : জাহান্নাম কে নিয়ে আসা হবে, সে দিন তার সত্তর হাজার লাগাম হবে। আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হবে।

[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

এখানে ফিরিশ্‌তাদের এক বিরাট সংখ্যা প্রকাশিত হল। যারা প্রায় (৭০০০০×৭০০০০)=৪৯০ কোটি জন ফিরিশ্‌তা তবে বাকী ফিরিশ্‌তাদের সংখ্যা কত হতে পারে ? পবিত্রতা সেই সত্তার যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে পরিচালনা করেন। তাদের সংখ্যা পরিসংখ্যান করে রেখেছেন।

তৃতীয়ত : ফিরিশ্‌তাদের নাম :

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদের জন্যে যে, সকল ফিরিশ্‌তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন তিনজন।

১। **জিব্‌রীল** : তাকে জিবরাঈল ও বলা হয়। তিনিই রুহুল কুদুস, যিনি ওয়াহী-যা অন্তরের সুধা-নিয়ে রাসূলগণের নিকট অবতরণ হন।

২। **মিকাঈল** : তাকে প্রশান্তি বলা হয়। বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োযিত, যা জমির জীবিকা স্বরূপ। আল্লাহ্ যেখানে বর্ষণের আদেশ্ দেন সেখানে বর্ষণ পরিচালনা করেন।

৩। **ইস্‌রাফীল** : তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। পার্থিব্য জীবন শেষে পারলৌকিক জীবন শুরু হওয়ার ঘোষণা স্বরূপ এবং এর দ্বারাই, (মৃত) দেহসমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

চতুর্থত : ফিরিশ্‌তাদের সিফাত বা বৈশিষ্ট্য : ফিরিশ্‌তারা প্রকৃত সৃষ্টি জীব। তাদের প্রকৃত শরীর রয়েছে যা সৃষ্টিগত ও চরিত্র গত গুনে গুনান্বিত, নিম্নে তাদের কিছু গুন বর্ণনা করা হলো :

(ক) তাদের সৃষ্টি মহান এবং তাদের শরীর হলো বিশাল আকৃতির : আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে শক্তিশালী ও বড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আসমান ও যমিনে যে বড় বড় কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তারা তার উপযোগী।

(খ) তাদের ডানা রয়েছে : আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের জন্যে দুই, তিন ও চার বা ততোধিক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- রাসূল (ﷺ) জিব্‌রীল (عليه السلام) কে দেখেছিলেন, তার নিজস্ব আকৃতি ছয়শত পাখা বিশিষ্ট অবস্থায়। যা আকাশের প্রান্তভাগ ঢেকে রেখেছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. [سورة فاطر، الآية:١].

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে করেছেন বার্তা বাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার

চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।

[সূরাহ ফাত্বির, আয়াত-১]

(গ) তাদের পানাহার প্রয়োজন হয় না : আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পানাহারের মুহ্তাজ বা মুখাপেক্ষী নন। তারা বিবাহ করেননা, তাদের সন্তানও হয়না।

(ঘ) ফিরিশ্তারা অন্তর বিশিষ্ট ও জ্ঞানী : তাঁরা আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা আদম ও অন্যান্য নাবীদের সাথেও কথা বলেছেন।

(ঙ) তাদের নিজস্ব আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে : আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে পুরুষ মানুষের আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ইহা মূর্তি পূজকদের ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন। যারা ধারণা করে যে ফিরিশ্তারা আল্লাহর মেয়ে বা কন্যা। তাদের আকৃতি ধারনের পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। তবে তারা এমন সুক্ষ্ম আকৃতি ধারণ করে যে তাদের ও মানুষের মাঝে পার্থক্য করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে।

(চ) ফিরিশ্তাদের মৃত্যুবরণ : মালাকুল মাউত বা জান কবজকারী ফিরিশ্তাসহ সকল ফিরিশ্তারা কিয়ামত দিবসে মৃত্যু বরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে দায়িত্ব পালন করার জন্য পুনরুত্থান করা হবে।

(ছ) ফিরিশ্তাদের ইবাদাত : ফিরিশ্তারা আল্লাহর অনেক ধরণের ইবাদাত করেন। নামায, দু'আ, তাস্বীহ রুকু, সিজদাহ, ভয়-ভীতি ও ভাল বাসা ইত্যাদি।

ফিরিশ্তাদের ইবাদাতের বর্ণনা নিম্নরূপ :

১। তারা ক্লান্তহীনভাবে আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদায় রত থাকেন।

২। তারা একনিষ্টতার সাথে আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদাত করেন।

৩। তারা নাফারমানী বর্জন করে সর্বদায় আনুগত্যে মাশগুল থাকেন, কেননা তারা মা'সুম অর্থাৎ নাফারমানী ও পাপাচার হতে মুক্ত।

৪। অধিক ইবাদাত করার সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ [سورة الأنبياء، الآية:٢٠].

অর্থ : তারা রাত্রি দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করেন এবং ক্লান্ত হননা। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-২০]

পঞ্চমত : ফিরিশ্‌তাদের কর্মসমূহ : ফিরিশ্‌তারা অনেক বড় বড় কাজ সম্পাদন করেন, যার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তাদেরকে দিয়েছেন।

সে কাজগুলো নিম্নরূপ :

১। আরশ বহন করা।

২। রাসূলগণের উপর ওয়াহী অবতীর্ণের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা।

৩। জান্নাত ও জাহান্নামের পাহারাদার।

৪। উদ্ভিদ, বৃষ্টি বর্ষণ ও বাদল পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৫। পাহাড়-পর্বতের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৬। শিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা।

৭। আদম সন্তানের কর্ম লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৮। আদম সন্তানকে হিফাজত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত। আল্লাহ্‌ যখন আদম সন্তানের উপর কোন কাজ নির্ধারিন করেন, তখন তারা তাকে পরিত্যাগ করেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, তা পতিত হয় বা সংঘটিত হয়।

৯। মানুষের সাথে থাকার ও তাদেরকে কল্যানের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

১০। জরায়ুতে বীর্য সঞ্চার, মানুষের (দেহে) আত্মা ফুৎকার, তার রিযিক, কর্ম ও সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য লিপিবদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা।

১১। মৃত্যুর সময় আদম সন্তানের আত্মা কবজ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তা।

১২। মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং উত্তর অনুযায়ী শান্তি বা শাস্তি প্রদানে দায়িত্ব প্রাপ্ত।

১৩। নাবী (ﷺ) এর উপর তাঁর উম্মতের সালাম পৌঁছানোর

দায়িত্ব প্রাপ্ত। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাবী (ﷺ) এর উপর তার সালাম প্রেরণের জন্য তাঁর কাছে (তাঁর কবরের কাছে) গমণের প্রয়োজন হয় না। বরং পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে তাঁর উপর সালাম ও দরুদ পাঠ করাই যথেষ্ট। কারণ ফিরিশ্তারা তার সালাম পৌঁছিয়ে দেন। মাসজিদে নাবাবীতে এক মাত্র সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বৈধ রয়েছে।

উল্লেখিত এ প্রসিদ্ধ কাজসমূহ ব্যতীত তাদের (ফিরিশ্তাদের) আরো অনেক কাজ রয়েছে। নিম্নে এর প্রমাণ বর্ণিত হলো :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا [سورة غافر، الآية:٧].

অর্থ : যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। [সূরাহ গাফির, আয়াত-৭]

তিনি আরো বলেন :

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

অর্থ : তুমি বলে দাও যে কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।

[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-৯৭]

তিনি আরো বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ [سورة الأنعام، الآية:٩٣].

অর্থ : যদি তুমি দেখ যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রনায় থাকে এবং ফিরিশ্তারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা।

[সূরাহ আল-আনআম, আয়াত-৯৩]

ষষ্টত : আদম সন্তানের উপর ফিরিশ্তাদের অধিকার :

(ক) তাদের প্রতি ঈমান আনা।

(খ) তাদেরকে ভাল বাসা, সম্মান করা ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা।

(গ) তাদেরকে গালি দেওয়া, মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা ও তাদেরকে নিয়ে হাসি রহস্য করা হারাম।

(ঘ) ফিরিশ্‌তারা যা অপছন্দ করেন তা হতে দূরে থাকা। কারণ, আদম সন্তানরা যাতে কষ্ট পায়, তারাও তাতে কষ্ট পায়।

ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনার সুভ-ফলাফল :

(ক) ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কারণ তাদের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা।

(খ) তাদের সৃষ্টি কর্তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর শক্তি ও রাজত্বে জ্ঞান অর্জন। কারণ, সৃষ্টি কর্তার শ্রেষ্ঠত্ব হতে সৃষ্টি জীবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

(গ) তাদের গুনাগুন, তাদের অবস্থা ও কর্ম জানার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা যখন মু'মিনদেরকে ফিরিশ্‌তা দিয়ে হিফাজত করেন, তখন তাদের (মু'মিনদের) শান্তি ও তৃপ্তি অর্জন হয়।

(ঙ) ফিরিশ্‌তাদেরকে ভাল বাসা : তাদের ইবাদাত সঠিক পন্থায় হওয়ায় ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।

(চ) খারাপ ও নাফারমানীপূর্ণ কাজকে অপছন্দ করা।

(ছ) আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের গুরুত্ব দেন এই জন্য তাঁর প্রশংসা করা। যেমন আল্লাহ্ ঐ সকল ফিরিশ্‌তাদের কাউকে তাদেরকে (বান্দাদেরকে) হিফাজতের, ও কর্ম লিখার ইত্যাদি কল্যাণ জনক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

الركن الثالث: الإيمان بالكتب.

তৃতীয় রুক্‌ন : আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান।

রাসূলগণের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা, ইহা ঈমানের তৃতীয় রুক্‌ন বা স্তম্ভ।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণ কে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁদের (রাসূলগণের) উপর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, মাখ্‌লুকাতের হিদায়াত ও রহমত স্বরূপ। যাতে-দুনিয়া ও

আখিরাতে সৌভাগ্যশীল হয়। এবং যাতে তাদের চলার একটি সুন্দর পথ হয়। আর মানুষ যে বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তার সমাধানকারী বা ফায়সালাকারী হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ [سورة الحديد، الآية:٢٥].

অর্থ : আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মিযান (মানদন্ড) যাতে মানুষ ইন্‌সাফ প্রতিষ্টা করে। [সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত-২৫]

তিনি আরো বলেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [سورة البقرة، الآية:٢١٣].

অর্থ : সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।
[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২১৩]

১। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মূল কথা :

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান : এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে। যা তিনি তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর নাযিল করেছেন। আর তা সত্যিকার অর্থে তাঁর (আল্লাহর) বাণী। আর তা হল জ্যোতি ও হিদায়াত। আর নিশ্চয়ই এ কিতাবসমূহের মধ্যে যা রয়েছে তা হক্ব-সত্য, সঠিক ও আদল ইন্‌সাফ এর অনুসরণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ কিতাবসমূহের সংখ্যা কেউ জানেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا [سورة النساء، الآية:١٦٤].

অর্থ : আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।

[সূরাহ নিসা : আয়াত : ১৬৪]

তিনি আরো বলেন :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ. [سورة التوبة، الآية:٦].

অর্থ : আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।

[সূরাহ আত্ তাওবাহ-আয়াত-৬]

২। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান :

সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা যা আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ তা'বারাকা ওয়া তা'আলা সত্যিকার অর্থে কিতাবসমূহের মাধ্যমে কথা বলেছেন। এবং তা (আল্লাহর পক্ষহতে) অবতীর্ণ, মাখলুক বা সৃষ্ট নয়, আর যে ব্যক্তি তা (কিতাবসমূহ) অথবা তাঁর কিছুকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا [سورة النساء، الآية:١٣٦].

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। আর যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবেনা, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। [সূরাহ আন্-নিসা, আয়াত-১৩৬]

তিনি আরো বলেন :

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. [سورة الأنعام،

الآية:١٥٥].

অর্থ : এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব বরকতময়। অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয়কর-যাতে তোমরা করুনা প্রাপ্ত হও। [সূরাহ আল-আনআম, আয়াত-১৫৫]

৩। এসব কিতাবের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং তা অবতীর্ণ করার পিছনে হিক্‌মাত বা রহস্য :

প্রথমত : যাতে রাসূল (عليه السلام) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাঁর উম্মাতের জন্য জ্ঞান কোষ স্বরূপ হয়। ফলে তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয়ত : যাতে রাসূল (عليه السلام) এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাঁর উম্মাতের প্রত্যেক মতনৈক্য পূর্ণ বিষয়ে ইন্‌সাফ ভিত্তিক বিচারক হয়।

তৃতীয়ত : যাতে অবতীর্ণ কিতাব রাসূল (عليه السلام) এর ইন্তেকালের পর দ্বীন বা ধর্ম সংরক্ষণকারী হিসাবে দাঁড়াতে পারে, স্থান ও কালের যতই দুরুত্ব হোকনা কেন। যেমন-আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর (পরবর্তী) দাওয়াতের অবস্থা।

চতুর্থত : যাতে এ অবতীর্ণ কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষহতে হুজ্জাত (পক্ষ বিপক্ষের দলীল)স্বরূপ হয়। যেন সৃষ্টি জীব এর (কিতাবসমূহের) বিরোধিতা করা এবং এর আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়ার সমর্থ না রাখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [سورة البقرة، الآية:٢١٣].

অর্থ : সকল মানুষ একই জাতি সত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাবীদেরকে পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন।

[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২১৩]

৪। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার নিয়ম :

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত ঈমান : এ বিশ্বাস করবে (ঈমান আনবে) যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের উপর অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

বিস্তারিতভাবে ঈমান : ইহা হলো, আল্লাহ কুরআন কারীমে যে সকল কিতাবের নাম উল্লেখ্য করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা। তা হতে আমরা জেনেছি-কুরআন, তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং ইব্‌রাহীম ও মূসা এর প্রতি অবতীর্ণ পুস্তিকাসমূহ (আলাইহিমুস সালাম)।

আরো ঈমান আনা যে, ঐসকল কিতাব ছাড়াও আল্লাহর অনেক কিতাব রয়েছে, যা তাঁর নাবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

আর আল্লাহ ছাড়া ঐ সকল কিতাবের নাম ও সংখ্যা কেউ জানেনা।

এ কিতাবগুলো অবতীর্ণ হয়েছে যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর তাওহীদ (একত্ববাদ) বাস্তবায়ন এবং পৃথিবীতে শির্ক ও অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করার জন্য। মূলত সকল নাবীদের দাওয়াত এক মূলনীতির (তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক বর্জনের) উপর ছিল, যদিও তাঁরা নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধানে কিছুটা ভিন্ন রকম ছিলেন।

এ ঈমানও রাখা যে, পূর্ববর্তী রাসূলদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ হতে) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনা হলো : তা (অন্তরে ও মুখে) স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুরআনে যা রয়েছে তা অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ [سورة البقرة، الآية:٢٨٥].

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালন কর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও। সকলেই বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২৮৫]

তিনি আরো বলেন :

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [سورة الأعراف، الآية:٣].

অর্থ : তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করোনা। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-৩]

পূর্ববর্তী কিতাবের চেয়ে কুরআনের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট রয়েছে :

১। আল-কুরআন স্বীয় শব্দ, অর্থ এবং উহাতে যে জ্ঞান ও পার্থিব তথ্য রয়েছে তা সর্ব বিষয়ে এক অলৌকিক শক্তি।

২। আল-কুরআন সর্ব শেষ আসমানী কিতাব, কুরআনের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের সমাপ্তি ঘটেছে। যেমন-আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিসালাতের দ্বারা সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

৩। সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে আল্লাহ কুরআনকে হেফাজত করবেন। ইহা অন্যান্য কিতাব হতে সতন্ত্র। কেননা সে সব কিতাবে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে।

৪। আল-কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন ও সংরক্ষণকারী।

৫। কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [سورة يوسف، الآية:١١١].

অর্থ : এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ, রহমত ও হিদায়াত। [সূরাহ ইউসুফ, আয়াত-১১১]

৫। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংবাদ গ্রহণ করা :

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকটে ওয়াহীর মাধ্যমে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য, তাতে

কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে, বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের) নিকট যে কিতাব রয়েছে তা গ্রহণ করবো। কারণ তা বিকৃত করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের নিকট যেভাবে অবতীর্ণ করেছেন সেভাবে নেই। পূর্ববর্তী কিতাব হতে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাবে (কুরআনে) যে সংবাদ দিয়েছেন তা হতে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, কেউ কারও গোনাহ বহন করবে না। মানুষ তাই পায় যা সে করে, তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ [سورة النجم، الايات:٣٦-٤١].

অর্থ : তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্রাহীমের কিতাবে যে, তার দায়িত্ব পালন করে ছিল ? কিতাবে আছে যে, কেউ কারও গোনাহ বহন করবে না এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ-প্রতিদান দেয়া হবে। [সূরাহ আন-নজম, আয়াত-৩৬-৪১]

তিনি আরো বলেন :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ [سورة الأعلى، الايات:١٦-١٩].

অর্থ : বস্তুত : তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে। [সূরাহ আল-আ'লা, আয়াত-১৬-১৯]

পূর্ববর্তী কিতাবের বিধানসমূহ : কুরআনে যে সকল বিধান রয়েছে তা মেনে চলা আমাদের অপরিহার্য। তবে পূর্ববর্তী কিতাবে যা রয়েছে তা নয়। কারণ আমরা দেখবো পূর্ববর্তী কিতাবে যে বিধান রয়েছে তা যদি আমাদের শরী'আতের পরিপন্থী হয়, তবে আমরা তা আমল করবো না, তা বাতিল এ

জন্যে নয়, বরং তা সে সময় সত্য ছিল, এখন তা আমল করা আমাদের উপর অপরিহার্য নয়। কারণ তা আমাদের শরী'আত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তা আমাদের শরী'আতের অনুরূপ হয়, তবে তা সত্য বলে বিবেচিত হবে। আমাদের শরী'আত তা সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬। কুরআন ও হাদীসে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ্য হয়েছে তা হলো :

১। আল কুরআনুল কারীম : কুরআন হল আল্লাহর বাণী যা তিনি শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর নাযিল করেছেন।

কুরআন সর্ব শেষ অবতীর্ণ কিতাব। আল্লাহ কুরআনকে বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে হিফাজত করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন এবং সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারী করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [سورة الحجر، الآية:٩].

অর্থ : আমরা (আমি) স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই (আমি নিজেই) এর সংরক্ষক। [সূরাহ আল-হিজর, আয়াত-৯]

তিনি আরো বলেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ [سورة المائدة، الآية:٤٨].

অর্থ : আমরা (আমি) তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর (বিষয় বস্তুর) রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা কর। [সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৮]

২। তাওরাত : তাওরাত ঐ কিতাব যা আল্লাহ মূসা (عليه السلام) এর উপর নূর (জ্যোতি) ও হিদায়াত স্বরূপ নাযিল করেছিলেন। বাণী ইসরাঈলের নাবী ও আলেমগণ এর দ্বারা ফায়সালা করতেন। সুতরাং মূসা (عليه السلام) এর উপর আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাত এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, বর্তমান তথা কথিত ইয়াহুদীদের হাতে বিকৃত তাওরাতের প্রতি নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ. [سورة المائدة، الآية:٤٤].

অর্থ : আমরা আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে, আল্লাহর আনুগত্যশীল নাবী, আল্লাহভক্ত ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদের ফায়সালা দিতেন। কেননা তাদেরকে আল্লাহর এই গ্রন্থের দেখা শোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

[সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৪]

৩। **ইঞ্জীল :** ইঞ্জীল ঐ কিতাব যা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ঈসা (عليه السلام) এর উপর নাযিল করেছিলেন, যা পুর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। সুতরাং ঐ ইঞ্জীলের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব, যা সঠিক মূলনীতিসহ আল্লাহ ঈসা (عليه السلام) এর উপর নাযিল করেছিলেন। খৃষ্টানদের নিকট বিক্রিত ইঞ্জীলসমূহে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ [سورة المائدة، الآية:٤٦].

অর্থ : আমরা (আমি) তাদের পেছনে মারইয়ামের পুত্র-ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমরা (আমি) তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের-সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহভীরুদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশবাণী।

[সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত-৪৬]

তাওরাত ও ইঞ্জীলে যা রয়েছে তন্মধ্যে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিসালাতের সুসংবাদ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ [سورة الأعراف، الآية:١٥٧].

অর্থ : যারা আনুগত্য করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নাবী, যার সম্পর্কে তাদের নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশদেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ, আর তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়েছেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।

[সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-১৫৭]

৪। **যাবুর :** যাবুর ঐ কিতাব যা আল্লাহ্ দাউদ (عليه السلام) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সুতরাং ঐ যাবুরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব যা আল্লাহ দাউদ (عليه السلام) এর উপর নাযিল করেছিলেন। সে যাবুর নয় যা ইয়াহুদীরা বিকৃত করে ফেলেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [سورة النساء، الآية:١٦٣].

অর্থ : আর আমরা (আমি) দাউদকে দান করেছি যাবুর।

[সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-৬৩]

৫। ইব্রাহীম ও মূসা (عليه السلام) এর সুহুফ বা পুস্তিকাসমূহ :

তা ঐ সকল পুস্তিকা যা আল্লাহ ইব্রাহীম ও মূসা (عليه السلام) কে দিয়েছিলেন। কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ্য হয়েছে তা ছাড়া এ সকল পুস্তিকা নিরুদ্দেশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ سورة النجم، الأيات:٣٦-٤١].

অর্থ : তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইব্‌রাহীমের কিতাবে যে, তার দায়িত্ব পালন করে ছিল ? কিতাবে আছে যে, কেউ কারো গোনাহ বহন করবে না, এবং মানুষ তা পায় যা সে করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। [সূরাহ আন-নজম, আয়াত-৩৬-৪১]

তিনি আরো বলেন :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ [سورة الأعلى، الايات:١٦-١٩].

অর্থ : বস্তুত : তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। ইব্‌রাহীম ও মূসার কিতাব বা পুস্তিকাসমূহে।

[সূরাহ আল-আ'লা, আয়াত- ১৬-১৯]

الركن الرابع: الإيمان بالرسل.

চতুর্থ রুক্‌ন : রাসূলদের প্রতি ঈমান।

১। রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম) গণের প্রতি ঈমান আনা :

ইহা ঈমানের রুক্‌নসমূহের একটি রুক্‌ন, যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান হল : এ দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর অনেক রাসূল রয়েছেন যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ)পাবে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রচার করেছেন। তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। এবং যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) কায়েম করেছেন। আল্লাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ্য করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ্য করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো।

প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পরবর্তী রাসূল আগমণের সুসংবাদ দিতেন এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববর্তী রাসূলের সত্যায়ন করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [سورة البقرة، الآية:١٣٦].

অর্থ : তোমরা বল : আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশ ধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা

ও অন্যান্য নাবীদেরকে তাঁদের পালন কর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে, তৎসমূদয়ের উপর। আমরা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-১৩৬]

আর যে ব্যক্তি কোন রাসূলকে মিথ্যা জানল, সে যেন অস্বীকার করল যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। এবং যে ব্যক্তি তাঁর (রাসূলের) অবাধ্য হলো, সে মূলত তাঁর অবাধ্য হলো যিনি তাকে আনুগত্যের আদেশ করেছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. [سورة النساء، الآيتان:١٥٠،١٥١].

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অস্বীকার করি এবং এরাই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এরাই সত্য অস্বীকারকারী। আর যারা সত্য অস্বীকার কারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমান জনক শাস্তি। [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-১৫০-১৫১]

২। নবুওয়াতের হাকীকাত :

নবুওয়াত হলো : স্রষ্টা (আল্লাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরী'আত প্রচারের মাধ্যম। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। এতে আল্লাহ ছাড়া কারো কোন প্রকার ইখতিয়ার নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরাহ আল-হাজ্ব, আয়াত-৭৫]

নবুওয়াত (আল্লাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়, অধিক ইবাদাত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোন নাবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসেনা। ইহা শুধু মাত্র মহান আল্লাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. [سورة الشورى، الآية:١٣].

অর্থ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। [সূরাহ আশ্‌শুরা, আয়াত-১৩]

৩। রাসূল প্রেরণের হিক্‌মাত বা রহস্য :

রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রেরণের হিক্‌মাত বা রহস্য নিম্নরূপঃ

প্রথমত : বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদাত করা হতে মুক্ত করে বান্দার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রতিপালকের (আল্লাহর) স্বাধীন ইবাদাতের পথ দেখানো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [سورة الأنبياء، الآية:١٠٧].

অর্থ : আমরা (আমি))তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-১০৭]

দ্বিতীয়ত : যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করা। সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস ও ইবাদাত করা। ইহা এক মাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। যাদেরকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জীব হতে মনোনয়ন করেছেন এবং সকলের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [سورة النحل، الآية:٣٦].

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগূত (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত) থেকে নিরাপদ থাক। [সূরাহ আন-নহল, আয়াত-৩৬]

তৃতীয়ত : রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [سورة النساء، الآية:١٦٥].

অর্থ : সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

[সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-১৬৫]

চতুর্থত : কিছু অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেনা। যেমন-আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণসমূহ এবং ফিরিশ্‌তাদের ও শেষ দিবস (আখেরাত) সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাদি।

পঞ্চমত : যাতে তাঁরা (রাসূলগণ) অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হন, কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ [سورة الأنعام، الآية:٩٠].

অর্থ : তারা এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করে ছিলেন, অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর।

[সূরাহ আল-আনআম, আয়াত-৯০]

তিনি আরো বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [سورة الممتحنة، الآية:٦].

অর্থ : তোমাদের জন্য তাঁদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

[সূরাহ আল-মুম্‌তাহিনা, আয়াত-৬]

ষষ্ঠত : আত্ম শুদ্ধি ও পবিত্র করণ এবং আত্ম বিনষ্টকারী হতে সতর্ক-সাবধান করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [سورة الجمعة، الآية:٢].

অর্থ : তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠকরেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিক্‌মাত। [সূরাহ আল-জুম'আহ-আয়াত-২]

রাসূল (ﷺ) বলেন : ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) [رواه أحمد، والحاكم].

অর্থঃ আমি উত্তম আদর্শ পরিপূর্ণ করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।

[হাদীসটি আহ্‌মাদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন]

৪। রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) দায়িত্বসমূহ :

রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তা নিম্নে বর্ণিত হল :

(ক) শরী'আত প্রচার করা, মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদাত হতে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا [سورة الأحزاب، الآية:٣٩].

অর্থ : তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। [সূরাহ আল-আহ্‌যাব, আয়াত-৩৯]

(খ) দ্বীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [سورة النحل، الآية:٤٤].

অর্থ : তোমার কাছে আমরা (আমি) উপদেশ ভান্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে তুমি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত কর, যেগুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। [সূরাহ আন-নাহাল, আয়াত-৪৪]

(গ) উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শণ ও অকল্যাণ হতে সতর্ক সাবধান করা এবং তাদেরকে পূণ্যের সুসংবাদ ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ [سورة النساء، الآية:١٦٥].

অর্থ : সুসংবাদ্দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত-১৬৫]

(ঘ) মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তুলা।

(ঙ) আল্লাহর শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ণ করা।

(চ) রাসূলগণের (عليهم السلام) স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ স্বাক্ষ্য দেওয়া যে তাঁরা তাদের নিকট স্পষ্টভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. [سورة النساء، الآية:٤١].

অর্থ : আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমরা (আমি) প্রতিটি উম্মাতের মধ্য থেকে সাক্ষী উপস্থাপন করব এবং)তোমাকে তাদের উপর সাক্ষী উপস্থাপন করব। [সূরাহ আন-নিসা, আয়াত, ৪১]

৫। ইসলাম সকল নাবীদের ধর্ম :

ইসলাম সকল নাবী ও রাসূলগণের ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ [سورة آل عمران، الآية:١٩].

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা ধর্ম একমাত্র ইসলাম। [সূরাহ-আলি-ইমরান, আয়াত-১৯]

তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদাত করার দিকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত বর্জন করার আহবান জানাতেন। যদিও তাদের শরী'আত ও বিধি-বিধান ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলেই মূলনীতিতে একমত ছিলেন, তা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((الأنبياء إخوة لعلات)) [رواه البخاري]

অর্থ : নাবীরা (আলাইহিমুস্ সালাম) একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। [বুখারী]

৬। রাসূলগণ মানুষ তাঁরা গাইব জানেন না :

ইলমে গাইব জানা উলুহিয়াতের (আল্লাহর) বৈশিষ্ট, নাবীগণের গুণ নয়। কারণ তাঁরা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন, নিদ্রা যান, অসুস্থ হন ও ক্লান্ত হন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ [سورة الفرقان، الآية:٢٠].

অর্থ : তোমার পূর্বে আমরা (আমি) যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং হাটে-বাজারে চলা ফেরা করতেন।

[সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত-২০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً . [سورة الرعد، الآية:٣٨].

অর্থ : তোমার পূর্বে আমরা (আমি) অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [সূরাহ আর-রা'দ, আয়াত-৩৮]

তাঁদেরকেও চিন্তা, দুঃখ, আনন্দ ও কর্ম প্রেরণা পায় যেমন-সাধারণ মানুষকে পেয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর দ্বীন প্রচার করার জন্য মনোনয়ন করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে ইলমে গাইব হতে) যা অবগত করান তা ব্যতীত কোন ইলমে গাইব জানেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا [سورة الجن، الايتان ٢٦ ؛ ٢٧].

অর্থ : তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরন্ত তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন। [সূরাহ আল-জ্বিন, আয়াত-২৬-২৭]

৭। রাসূলগণ মা'সূম বা নিস্পাপ :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত প্রদান ও প্রচার করার জন্য তাঁর সৃষ্টি জীব হতে উত্তম জাতিকে নির্বাচন করেছেন।

যারা সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত দিক হতে পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাঁদেরকে কবীরাহ্ গুনাহ হতে নিরাপদে রেখেছেন। সকল ক্রটি হতে তাঁদেরকে মুক্ত করেছেন। যাতে তাঁরা আল্লাহর ওয়াহী স্বীয় উম্মাতের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন।

আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর (আল্লাহর) রিসালাত প্রচারের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে মা'সূম তা সর্বজন সিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [سورة المائدة، الآية:٦٧].

অর্থ : হে রাসূল, পৌঁছে দাও তোমার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না, আল্লাহ তোমাকে মানুষের কাছ থেকে নিরাপদে রাখবেন। [সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৬৭]

তিনি আরো বলেন :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ

[سورة الأحزاب، الآية:٣٩].

অর্থ : তাঁরা (নাবীগণ) আল্লাহর রিসালাত প্রচার করতেন এবং তাঁকে ভয় করতেন, তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না।

[সূরাহ আল-আহ্যাব, আয়াত-৩৯]

তিনি আরো বলেন :

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ [سورة الجن، الآية:٢٨].

অর্থ : যাতে আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাঁদের পালন কর্তার রিসালাত পৌঁছিয়েছেন কিনা। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সব কিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

[সূরাহ আল-জ্বিন, আয়াত-২৮]

আর যখন তাঁদের কারো পক্ষ হতে এমন কোন ছোট পাপ কর্ম প্রকাশিত হয় যা তাবলীগের (দ্বীন প্রচারের) সাথে সম্পৃক্ত নয়। নিশ্চয় তখন তা তাঁদের নিকট বর্ণনা করা হবে। আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার সাথে সাথেই মনে হবে যেন (এই পাপ) তাঁদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় নাই এবং এর বিনময়ে তাঁরা তাঁদের পূর্বের মর্যদার চেয়ে আরো উচ্চ মর্যদা লাভ করবেন। ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ তাঁর নাবীদেরকে (আলাইহিমুস্ সালাম) পূর্ণ সৎ চরিত্রে ও ভাল গুণে বিশেষিত করেছেন। এবং তাঁদের মান মর্যদার সুউচ্চ অবস্থান ক্ষুণ্ন করে এমন সকল বিষয় হতে তাঁদেরকে আল্লাহ পূত-পবিত্র রেখেছেন।

৮। নাবী ও রাসূলগণের সংখ্যা ও তাঁদের মধ্যে যারা উত্তম :

রাসূলগণের সংখ্যা তিন শত দশের কিছু বেশী প্রমাণিত হয়েছে। নাবী (ﷺ) কে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন : ((ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً)) [رواه الحاكم]

অর্থ : তিনশত পনের জনের বিরাট এক দল।

[হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন]

আর নাবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তাঁদের কারোও কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ তাঁর কিতাবে পঁচিশ জন নাবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا [سورة النساء، الآية:١٦٤].

অর্থ : আর এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের ইতিবৃত্ত (আমরা) আমি তোমাকে বর্ণনা করেছি ইতি পূর্বে এবং এমন কতক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে বর্ণনা করিনি।

[সূরাহ আন-নিসা, আয়াত১৬৪]

তিনি আরো বলেন :

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [سورة الأنعام، الايات:٨٣-٨٧].

অর্থ : এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইব্‌রাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তাঁরা সবাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূতকে, প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আরো তাঁদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে, আমি তাঁদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি।

[সূরাহ আল-আনআম, আয়াত-৮৩-হতে, ৮৭]

আল্লাহ নাবীদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ [سورة الإسراء، الآية:٥٥].

অর্থ : আমরা (আমি) নাবীদেরকে কতককে কতকের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি। [সূরাহ আল-ইসরা, আয়াত-৫৫]

এবং আল্লাহ রাসূলদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ [سورة البقرة، الآية:٢٥٣].

অর্থ : এ রাসূলগণ আমরা (আমি) তাদের কাউকে কারো উপর মর্যদা দান করেছি। [সূরাহ আল-বাক্বারা-আয়াত-২৫৩]

রাসূলগণের মধ্যে যারা উলুলআয্ম (উচ্চ সংকল্পের অধিকারী) তাঁরা সর্ব উত্তম। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ [سورة الأحقاف، الآية:٣٥].

অর্থ : অতএব তুমি ধৈর্য ধর যেমন উলুল আয্ম (উচ্চ সংকল্পের অধিকারী) রাসূলগণ ধৈর্য ধরেছিলেন। [সূরাহ আল-আহক্বাফ, আয়াত-৩৫]

তিনি আরো বলেন :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [سورة الأحزاب، الآية:٧].

অর্থ : যখন আমি নাবীগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মারইয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আর অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার।

[সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত-৭]

মুহাম্মাদ (ﷺ) রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব শেষ নাবী, মুত্তাকীনদের ইমাম, আদম সন্তানের সরদার। নাবীরা যখন একত্রিত হন তখন তিনি তাঁদের ইমাম। যখন তাঁরা কোন জায়গা হতে প্রতিনিধি দল হিসাবে আগমণ করেন তখন তিনি তাঁদের প্রবক্তা হন। তিনি মাকামে মাহমুদের (প্রশংসিত স্থানের) মালিক, যে স্থানকে নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ইর্ষা করবে।

অবতরণ স্থান, হাউজ ও হামদ-বা প্রশংসার ঝান্ডার মালিক। শেষ দিবসে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সুপারিশকারী, জান্নাতের অসীলা নামক স্থান ও মর্যদার মালিক। আল্লাহ তাকে তাঁর দ্বীনের সর্বোত্তম শরী'আত বিধি-বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর উম্মাতকে সর্ব উত্তম উম্মত রূপে এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। নাবী (ﷺ) ও তাঁর উম্মাতের জন্য বহু মর্যদা ও উত্তম বৈশিষ্ট দিয়েছেন। যা তাদের পূর্ববর্তীদের হতে সতন্ত্র। সৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁরা সর্ব শেষ উম্মত, আর পুনরুত্থানে তাঁরা সর্ব প্রথম উম্মত।

রাসূল (ﷺ) বলেন :

((فضلت على الأنبياء بست)) [رواه مسلم].

অর্থ : আমি ছয়টি বৈশিষ্টে সকল নাবীদের উপর প্রাধান্য পেয়েছি। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

((أنا سيد ولد أدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ أدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة)) [رواه أحمد والترمذي].

অর্থ : আমি কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের সর্দার, আমারই হাতে হামদেও (প্রশংসার) পতাকা থাকবে। ইহা কোন গর্বের বিষয় নয়। কিয়ামত দিবসে আদম (عليه السلام) সহ সকল নাবীই আমার পতাকার অধীনে থাকবেন। [হাদীসটি তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন]

মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূল (ﷺ) এর পরে যিনি তিনি হলেন ইব্রাহীম খালীলুর রহমান (عليه السلام) সুতরাং (আল্লাহর) বন্ধুদ্বয় মুহাম্মাদ (ﷺ) ও ইব্রাহীম (عليه السلام) উলুল আযমদের সর্ব শ্রেষ্ট। অতঃপর তিন জন (নূহ, মূসা ও ঈসা) সর্ব শ্রেষ্ট (অন্য সব নাবীদের চেয়ে)।

৯। নাবীদের (আলাইহিমুস্ সালাম) মু'জিযাহ্ :

আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের সহযোগিতা করেছেন বড় বড় নিদর্শন ও উজ্জ্বল মু'জিযার (অলৌকিক শক্তির) দ্বারা। যাতে হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা প্রয়োজন সাধন হয়। যেমন কুরআন কারীম, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, লাঠি ভয়ানক সাঁপে পরিণত হওয়া, ইত্যাদি।

অতঃপর মু'জিযাহ্ (স্বাভাবিক নীতি ভঙ্গকারী-অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের দালীল, আর কারামাহ্ (অলীদের জন্যও অলৌকিক শক্তি) নবুওয়াতের সত্যতা সাক্ষ্যকারী প্রমান স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ [سورة الحديد، الآية:٢٥].

অর্থ : আমরা (আমি) আমাদের (আমার) রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শণাবলীসহ প্রেরণ করেছি। [সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত-২৫]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الأيات ما أمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)) [متفق عليه].

অর্থ : প্রত্যেক নাবীই নিদর্শন বা মু'জিযাহ প্রাপ্ত হয়েছেন যে মু'জিযার প্রতি মানুষ ঈমান এনেছিল। আর আমি যা প্রাপ্ত হয়েছি তা সেই ওয়াহী যা আমার নিকট (আল্লাহ) অবতীর্ণ করেছেন। ফলে আমি আশাবাদী যে, কিয়ামত দিবসে তাঁদের চেয়ে আমার অনুসারী বেশী হবে। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

১০। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান :

তাঁর (ﷺ) নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা-ঈমানের মূলনীতিসমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর উপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. [سورة الفتح، الآية:١٣].

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।

[সূরাহ আল-ফাতহ, আয়াত-১৩]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلا إله إلا الله وإني رسول الله))

অর্থ : আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, মানুষের সাথে যুদ্ধ করব যতক্ষন না তারা-আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দিবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমত : আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম, হাশিম কুরাইশ বংশ, আর কুরাইশ আরব বংশ আর আরব ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সর্ব উত্তম দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক। তিনি তেষট্টি বৎসর বয়স পেয়েছিলেন। নবুওয়াতের পূর্বে চল্লিশ বৎসর, নাবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়ত : নাবী (ﷺ) যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয়ে তিনি নিষেধ ও সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

তৃতীয়ত : তিনি জ্বিন ইনসান সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা। সবাইকে তাঁর (ﷺ) অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [سورة الأعراف، الآية:١٥٨].

অর্থ : তুমি বল : হে মানব সকল ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-১৫৮]

চতুর্থত : তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [سورة الأحزاب، الآية:٤٠].

অর্থ : বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নাবী।

[সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত-৪১]

এবং তিনি আল্লাহর খালীল ও আদম সন্তানের সর্দার বা নেতা। তিনি মহান শাফা'আতের মালিক এবং জান্নাতে সুউচ্চ অসীলা নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি হাউযে কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ট বা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [سورة آل عمران، الآية:١١٠].

অর্থ : তোমরাই শ্রেষ্ট উম্মাত (তোমাদেরকে) মানুষের (কল্যাণের) জন্য সৃজন করা হয়েছে। [সূরাহ-আলি-ইমরান, আয়াত, ২০]

অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মাত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিত কারী।

পঞ্চমত : আল্লাহ তাঁকে মহান মু'জিযাহ্ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর বাণী যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا [سورة الإسراء، الآية:٨٨].

অর্থ : বলুন যদি সকল মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

[সূরাহ আল-ইসরা, আয়াত-৮৮]

তিনি আরো বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [سورة الحجر، الآية:٩].

অর্থ : আমরা (আমি) স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই (আমি নিজেই) এর সংরক্ষক। [সূরাহ আল-হিজর, আয়াত-৯]

ষষ্ঠত : নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার

কল্যাণের সন্ধ্যান দিয়েছেন এবং তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন। এবং তা হতে তাদেরকে সতর্ক-সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [سورة التوبة، الآية:١٢٨].

অর্থ : তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে-দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।

[সূরাহ আত্‌তাওবাহ, আয়াত-১২৮]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذر أمته من شرما يعلمه لهم)) [رواه مسلم].

অর্থ : আমার উম্মাতের পূর্বে আল্লাহ যত নাবী (عليه السلام) প্রেরণ করেছেন, তাদের উপর দায়িত্ব ছিল নিজ উম্মাতের জন্য যা কল্যাণকর তাদেরকে তার সন্ধ্যান দেওয়া। আর যা কল্যাণকর নয় তা হতে তাদেরকে সতর্ক করা। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

সপ্তমত : তাঁকে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাল বাসা ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যদা দেওয়া, ইহ্‌তেরাম করা ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় ইহা সে হক্ব বা অধিকার যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নাবী (ﷺ) এর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة آل عمران، الآية:٣١].

অর্থ : তুমি বল : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভাল বাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। [সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-৩১]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))

[متفق عليه].

অর্থ : তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে সন্তান, পিতামাতা ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো। [হাদীসটিবুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

অষ্টমত : নাবী (ﷺ) এর উপর দরুদ ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নাবী (ﷺ) এর নাম উল্লেখ হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [سورة الأحزاب، الآية:٥٦].

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ নাবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে মু'মিনগণ ! তোমরা নাবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ কর।

[সূরাহ আল-আহ্‌যাব, আয়াত-৫৬]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً)) [رواه مسلم].

অর্থ : যে, ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর এর বিনিময়ে দশবার রহম করবেন। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নিম্নের স্থানগুলোতে তাঁর (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দরুদ পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

নামাযের তাশাহুদে, বিতির নামাযের দু'আ কুনুতে, জানাযার নামাযে, জুম'আর খুৎবাতে, আযানের পর, মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময়, দু'আর সময় এবং যখন নাবী (ﷺ) এর নাম উল্লেখ করা হয়, আরো অন্যান্য স্থানে।

নবমত : নাবী (ﷺ) ও সকল নাবী (আলাইহিমুস্ সালাম) তাঁদের প্রভুর নিকট জীবিত। শহীদদের কবরের জীবন হতে তাঁদের (আলাইহিমুস্ সালাম) কবরের জীবন আরো বেশী পরিপূর্ণ ও উন্নত। তবে তাঁদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সম্পর্কে আমরা জানিনা, তাদের সে জীবন তাঁদের মৃত্যু হয় নাই এটাও বুঝায় না।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) [رواه أبو داود والنسائي].

অর্থ : আল্লাহ জমিনের জন্য নাবীদের লাশ ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। [হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

((ما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي كي أرد عليه السلام)) [رواه أبو داود].

অর্থ : যখনই কোন মুসলিম আমাকে সালাম দেয় তখনই আল্লাহ আমার রুহ্ বা আত্মা আমার নিকট ফিরিয়ে দেন তার সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য। [হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন]

দশমত : তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উঁচু আওয়াজ না করা, অনুরূপ তাঁর কবরে তাঁর উপর সালাম দেওয়ার সময় উঁচু আওয়াজ না করা নাবী (ﷺ) কে ইহ্তেরামের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

[سورة الحجرات، الآية:٢].

অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর-উঁচু করনা এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবেনা। [সূরাহ আল-হুজরাত, আয়াত-২]

দাফনের পর তাঁকে (ﷺ) সম্মান করা, তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়।

অতঃপর তাঁকে আমরা সম্মান করবো যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁকে সম্মান করতেন।

কারণ তাঁরা (রাযিআল্লাহু আনহুম) সকল মানুষের চেয়ে তাঁর (ﷺ) অধিক অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁরা (রাযিআল্লাহু আনহুম) তাঁর (ﷺ) বিরুধিতা করা হতে এবং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু দ্বীনের মাঝে সংযোজন করা হতে অধিক দূরে থাকতেন।

একাদশতম : তাঁর (ﷺ) সাহাবাদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভাল বাসা ও তাঁদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাঁদের মর্যদাহানী হতে বা তাঁদেরকে গালী দেওয়া হতে ও তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা। কারণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন ও তাঁদেরকে তাঁর নাবীর (ﷺ) সহচর হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [سورة التوبة، الآية:١٠٠].

অর্থ : আর যারা সর্ব প্রথম হিজরত কারী ও আনছারদের মাঝে প্রবীণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

[সূরাহ আত্ তাওবাহ, আয়াত-১০০]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) [رواه البخاري].

অর্থ : তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালী দিওনা, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর পথে) ব্যায় করে, তবুও (তার এ বিশাল ব্যায়) সাহাবাদের (আল্লাহর রাস্তায়) এক মুদ্ (প্রায় ৭০০ গ্রাম) বা অর্ধ মুদ্ ব্যায় করার সমান হবে না। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

সুতরাং পরবর্তী লোকদের উচিত সাহাবাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজেদের মনে তাঁদের ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার কুটিলতা না থাকে এ জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

[سورة الحشر، الآية:١٠].

অর্থ : যারা তাঁদের পরে আগমন করেছে তাঁরা বলে : হে আমাদের পালন কর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখনা। হে আমাদের পালন কর্তা, তুমি দয়ালু পরম করুণাময়।

[সূরাহ আল-হাশর, আয়াত-১০]

দ্বাদশতম : তাঁর (ﷺ) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে বিরত থাকা। কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (ﷺ) বড় কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ নাবী (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে ও তাঁর প্রশংসার সীমা লংঘন করা হতে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যদা দিয়েছেন, তাঁকে তার চেয়ে মর্যদা দেওয়া হতে সতর্ক করেছেন। কারণ ইহা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تر فعوني فوق منزلتي))

অর্থ : আমি একজন বান্দা বা দাস, সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল বল। তোমরা আমাকে আমার মর্যদার চেয়ে উঁচু করনা এটা আমি ভাল বাসিনা।

নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) [رواه البخاري].

অর্থ : তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করনা যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (عليه السلام) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

তাঁর (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে কিছু চাওয়া সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁর কবরে ত্বাওয়াফ করা, তাঁর নামে নজর মানা, ও পশু জবেহ্ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

এ সকল কাজ আল্লাহর সাথে শরীক করার নামান্তর, অথচ আল্লাহ অন্যের ইবাদাত করা নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁকে ইহতেরাম না করায় তাঁর প্রতি অনিহা প্রকাশ পায়। তাঁর মান হানি করা, তাঁকে তুচ্ছ জানা, তাঁর ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, ইসলাম হতে মুর্‌তাদ বা বের হয়ে যাওয়া ও আল্লাহর সাথে কুফরী করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [سورة التوبة، الآية: ٦٥، ٦٦].

অর্থ : তুমি বল : তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহ্‌কামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে ? ছলনা করনা, তোমরা যে কাফের হয়েগেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।

[সূরাহ আত্ তাওবাহ-আয়াত-৬৫-৬৬]

রাসূল (ﷺ) কে সত্যিকার ভালবাসা তাঁর নীতির ও সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ, তাঁর পথের বিরোধিতা না করার দিকে প্রেরণা যোগায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [سورة آل عمران، الآية:٣١].

অর্থ : তুমি বল : যদি তোমরা আল্লাহকে ভাল বাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভাল বাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

[সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-৩১]

রাসূল (ﷺ) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-কমে সীমালংঘন না করা ওয়াজিব।

তাই তাঁকে উলুহীয়াতের (মা'বূদের) গুনে গুনান্নিত করা যাবেনা।

তাঁর মর্যদা-সম্মান ও ভালবাসার অধিকার কমানোও যাবেনা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তার শরী'আতের অনুসরণ করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতম : নাবী (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়িত ও তিনি যে শরী'আত নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে, আর এটাই তাঁর (ﷺ) আনুগত্য করার অর্থ।

তাঁর আনুগত্য বস্তুত আল্লাহরই আনুগত্য, আর তাঁর (ﷺ) নাফারমানী বস্তুত আল্লাহরই নাফারমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে।

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر.

পঞ্চম রুক্ন : শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।

১। শেষ দিবসের (আখেরাতের) প্রতি ঈমান :

এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, পার্থিব জীবন শেষ হয়ে মৃত্যু ও কবর জীবনের মাধ্যমে অন্য জগত শুরু হবে। এভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তার পর পুনরুত্থান, হাশর, নাশর ও হিসাব নিকাশের পর ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্নসমূহের অন্যতম একটি রুক্ন। যার প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কোন বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবেনা। আর যে ব্যক্তি শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ [سورة البقرة، الآية:١٧٧].

অর্থ : বরং সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-১৭৭]

জিব্রাঈল (ﷺ) এর হাদীসে এসেছে,

নাবী (ﷺ) বলেন :

((فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، ورسله واليــوم الأخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)) [رواه مسلم١/١٥٧].

অর্থ : জিব্রাঈল বলেন : হে মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুণ। নাবী (ﷺ) বলেন : ঈমান হল : আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিমুস সালাম) এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আরো ঈমান আনা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

শেষ দিবসের পূর্বে কিয়ামতের যে সকল আলামত সংঘঠিত হবে তার প্রতি ঈমান আনা, যে গুলি সম্পর্কে নাবী (ﷺ) সংবাদ দিয়েছেন।

আলেমগণ এ আলামতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ছোট আলামত : যা কিয়ামত নিকটে হওয়া বুঝায়, ইহা অনেক রয়েছে। অধিকাংশ সংঘঠিত না হলেও অনেক সংঘটিত হয়ে গেছে। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আগমন। আমানতের খিয়ানত করা। মাস্‌জিদ অধিক মাত্রায় সাজ সজ্জা ও তা নিয়ে গর্ব করা। বড় বড় অট্টালিকা নিয়ে রাখালদের গর্ব করা। ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের নিহত হওয়া। সময় নিকটবর্তী হওয়া, আমল কমে যাওয়া, ফিৎনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়া, অধিক হত্যা কান্ড হওয়া, ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ অধিক মাত্রায় বেড়ে যাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ [سورة القمر، الآية:١].

অর্থ : কিয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। [সূরাহ আল-ক্বামার-আয়াত-১]

(খ) বড় আলামত : যা কিয়ামতের পূর্ব মূহুর্তে সংঘঠিত হবে এবং কিয়ামত শুরু হওয়ার সতর্ক করবে। এমন বড় আলামত দশটি। একটিও প্রকাশিত হয়নি।

বড় আলামতসমূহ যেমন : ইমাম মাহ্‌দীর আগমন, দাজ্জালের আগমন, ঈসা (عليه السلام) এর আকাশ হতে ন্যায় বিচারক হিসাবে অবতরণ, তিনি খৃষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন, দাজ্জাল ও শুকুরকে হত্যা করবেন। করের আইন রহিত করবেন। ইসলামী শরী'আত অনুপাতে বিচার পরিচালনা করবেন। ইয়াজুজ, মা'জুজ বের হবে। তাদের ধ্বংসের দু'আ করবেন, অতঃপর তারা মারা যাবে। তিনটি বড় ভূমি কম্প হবে। পূর্বে একটি, পশ্চিমে একটি, জাজিরাতুল আরবে একটি। ধোঁয়া বের হবে, তা হল আকাশ হতে প্রচন্ড ধোঁয়া নেমে এসে সকল মানুষকে ঢেকে নিবে। কুরআন জমিন হতে আকাশে তুলে নেওয়া হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হবে। এক (অদ্ভুত) চতুস্পদ জন্তু বের হবে। ইয়ামানের আদন (জায়গা) হতে ভয়ানক আগুন বের হয়ে মানুষদের শামের দিকে নিয়ে আসবে। এটাই সর্বশেষ বড় আলামত।

হুযাইফা বিন উসাঈদ আল-গিফারী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে, ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। তিনি (হুযাইফা) বলেন :

عن حذيفة بن أسيد الغفاري- رضي الله عله – قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال: ((ما تذكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات.فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها ،ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخرذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)) [رواه مسلم].

অর্থ : নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আগমণ করলেন এমতাবস্থায় যে, আমরা এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ছিলাম। তিনি বল্লেন তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করতেছ্ ? তাঁরা বল্লেন আমরা কিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করতেছি। তিনি বল্লেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা তার পূর্বে দশটি আলামত সংঘঠিত হতে দেখবে। অতঃপর আলামতসমূহ উল্লেখ করলেন : ধোঁয়া, দাজ্জাল, চতুস্পদ জন্তু পশ্চিম দিক হতে সূর্য উঠা, ঈসা বিন মারইয়াম এর আগমণ, ইয়াজুজ-মা'জুজের আগমন, তিনটি স্থানে জমিন তলদেশে ধসে যাবে। একটি পূর্বে, আর একটি পশ্চিমে, আর একটি জাজিরাতুল আরবে, শেষ আলামত হল ইয়ামান হতে আগুন বের হয়ে মানুষদেরকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

((يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً،وتكثر الماشية،وتعظم الأمة، يعيش سبعاً،أوثمانياً، يعني حججاً)) [رواه الحاكم في المستدرك].

অর্থ : আমার উম্মাতের শেষ ভাগে ইমাম মাহ্দী বের হবেন, তার উপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। জমিন উদ্ভিদ জন্ম দিবে। সুস্থ ও সচ্ছল লোকদের মাল প্রদান করা হবে। চতুস্পদ জানুয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। উম্মাতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তিনি সাত অথবা আট বছর জীবন যাপন করবেন। (হাদীসটি হাকেম মুস্তাদরকি বর্ণনা করেছেন)

বর্ণিত আছে যে ঐ নিদর্শনগুলো পর্যায় ক্রমে ঘটবে, যেমন পুঁথির

মালায় পুঁথি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। এগুলোর একটি ঘটবে পরই অপরটি ঘটবে। এ দশটি নিদর্শনের পরই আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

কিয়ামত দ্বারা কি বুঝায় : কিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ দিন, যে দিন মানুষ আল্লাহর আদেশে তাদের কবর হতে বের হবে হিসাব নিকাশের জন্য, অতঃপর সৎকর্মশীল সুফল ও শান্তি এবং অসৎ কর্মশীল শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ. [سورة المعارج، الآية:٤٣].

অর্থ : সে দিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। [সূরাহ আল-মাআরিজ, আয়াত-৪৩]

এ দিনের একাধিক নাম কুরআন কারীমে উল্লেখ্য হয়েছে।

যেমন-(يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ।

(القارعة) আল-ক্বারিয়াহ।

(يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব।

(يوم الدين) (ইয়াওমুদ্‌দিন।

(الطامة) আত্‌ত্বামাহ্।

(الواقعة)আল-ওয়াক্বিয়াহ্।

(الحاقة) আল-হাক্কাহ্।

(الصاخة)আস্‌সাখ্‌খাহ্।

(الغاشية)আল-গাশিয়াহ ইত্যাদি।

(يوم القيامة) ইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ্ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [سورة القيامة، الآية:١].

অর্থ : কিয়ামাত দিবসের শপথ। [সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত-১]

(القارعة) আল-ক্বারিয়াহ্ :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ [سورة القارعة، الايتان:١، ٢].

অর্থ : (আল ক্বারিয়াহ্) করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি ? [সূরাহ আল-ক্বারিয়াহ, আয়াত-১-২]

(يوم الحساب) ইয়াওমুল হিসাব :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [سورة ص، الآية:٢٦].

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়।

[সূরাহ ছোয়াদ, আয়াত-২৬]

(يوم الدين) ইয়াওমুদ্ দিন :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. [سورة الانفطار، الايتان:١٤ ؛ ١٥].

অর্থ : এবং পাপিষ্টরা থাকবে জাহান্নামে, তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। [সূরাহ আল- ইন্‌ফিতার, আয়াত-১৪-১৫]

(الطّامة) আত্‌ত্বামাহ্ :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى [سورة النازعات، الآية:٣٤].

অর্থ : অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। [সূরাহ আন্ নাযিআত, আয়াত-৩৪]

(الواقعة) আল-ওয়াক্বিয়াহ্ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ [سورة الواقعة، الآية:١].

অর্থ : যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে। [সূরাহ আল-ওয়াকিয়াহ্, আয়াত-১]

(الحاقة) আল-হাক্কাহ্ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ [سورة الحاقة، الايتان:١، ٢].

অর্থ : সু-নিশ্চিত বিষয়, সু-নিশ্চিত বিষয় কি ?

[সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত-১-২]

(الصّاخة) আস্‌সাখ্‌খাহ্ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ [سورة عبس، الآية:٣٣].

অর্থ : অতঃপর যে দিন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে।

[সূরাহ আবাসা-আয়াত, ৩৩]

(الغاشية) আল-গাশিয়াহ্ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [سورة الغاشية، الآية:١].

অর্থ : তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি ?

[সূরাহ আল-গাশিয়াহ-আয়াত-১]

২। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার নিয়ম বা বিবরণ :

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা।

শেষ দিবসের প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা হল : এ বিশ্বাস পোষণ করা

যে, এমন একটি দিন রয়েছে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মের প্রতিদান দিবেন। একদল জান্নাতী হবে, অপর দল জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

[سورة الواقعة، الايتان:٤٩، ٥٠].

অর্থ : বলুন : নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই একটি নির্ধারিত দিনে একত্রিত হবে। [সূরাহ আল-ওয়াকিয়াহ্-আয়াত- ৪৯-৫০]

শেষ দিবসের প্রতি বিস্তারিত ঈমান হল : মৃত্যুর পর যা কিছু সংঘঠিত হবে তার প্রতি বিস্তারিত ঈমান আনা।

আর ইহা নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রথমত : ফিৎনাতুল কবর বা কবরের পরীক্ষা : আর তা হলো : মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফনের পর তাকে তার প্রভু দ্বীন ও নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আল্লাহ সত্যের উপর অটল রাখবেন।

যেমন হাদীসে এসেছে :

((ربي الله، وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم)) [متفق عليه].

অর্থ : যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে, সে বলবে : আমার প্রভু আল্লাহ আমার দ্বীন আল-ইসলাম, আমার নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। [হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

ফিরিশ্তাদ্বয়ের প্রশ্ন করা ও তাঁর পদ্ধতি, মু'মিনরা ও মুনাফিকরা কি উত্তর দিবেন এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীসের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত : কবরের শাস্তি ও শান্তি :

কবরের শাস্তি ও শান্তির প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব।

নিশ্চয় ইহা (কবর) জাহান্নামের গর্তের একটি গভীর গর্ত, অথবা জান্নাতের বাগানের একটি বাগান।

আর কবর আখিরাতের প্রথম ধাপ বা স্টেশন। যে ব্যক্তি কবর হতে মুক্তি পাবে (তার জন্য) কবরের পরের ধাপগুলো হতে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি, কবর হতে মুক্তি পাবেনা তার জন্য এর পরের ধাপগুলো মুক্তি পাওয়া আরো কঠিন হবে। যার মৃত্যু হল তখন হতে তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল।

অতঃপর আত্মা ও শরীর উভয়ে কবরে শাস্তি বা শান্তি ভোগ করবে। আর কখনো কখনো শুধু আত্মা ভোগ করবে। আর কবরের আযাব বা শাস্তি শুধু মাত্র যালেমদের জন্য, আর শান্তি শুধু মাত্র সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য।

আর মৃত্যু ব্যক্তি কবর জীবনের শাস্তি অথবা শান্তি প্রাপ্ত হবে, চাই ভূগর্ভস্ত করা হোক বা নাই হোক। যদিও মৃত্যু ব্যক্তিকে আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়, অথবা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, অথবা হিংস্র পশু পাখি খেয়ে ফেলে, তার পরও সে এ শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [سورة غافر، الآية:٤٦].

অর্থ : সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, (সে দিন আদেশ করা হবে,) ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। [সূরাহ গাফির, আয়াত-৪৬]

রাসূল (ﷺ) বলেন :

((فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر))

[رواه مسلم].

অর্থ : তোমরা (মৃত্যুব্যক্তিকে) দাফন করা ছেড়ে দিবে এ ভয় যদি না হতো, তবে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তৃতীয়ত : শিঙ্গায় ফুৎকার :

শিঙ্গা হল বাঁশী স্বরূপ, যাতে ইস্‌রাফীল (عليه السلام) ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ যা জীবিত রাখবেন তা ছাড়া

সকল সৃষ্টি জীব মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টি হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টিজীবের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা সকলেই উঠে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. [سورة الزمر، الآية:٦٨].

অর্থ : শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমিনে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত। অতঃপর আবার ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষনাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [সূরাহ আয্‌যুমার, আয়াত-৬৮]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاً ثم لا يبقى أحد إلا صعق ،ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)) [رواه مسلم].

অর্থ : অতঃপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কান্ধ উঁচু ও নিচু করবে। অতঃপর সকলেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাবে। তার পর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি হতে মানুষের দেহ তৈরী হবে। তার পর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]।

চতুর্থত : পুনরুত্থান : তা হলো শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃত্যুদের জীবিত করবেন।

তারা সকলে সমগ্র বিশ্বের প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফুঁকা ও প্রত্যেক আত্মাকে স্ব-শরীরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলে সকল মানুষ তাদের কবর হতে দাঁড়িয়ে জুতা বিহীন নাঙ্গাপা, বস্ত্র-বিহীন-উলঙ্গ শরীর, খাৎনা বিহীন নিষ্ক্ষুত দেহে দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটে যাবে।

ময়দানের অবস্থান দীর্ঘ হবে, সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে, সূর্যের

উত্তাপ বেড়ে যাবে। এ উত্তপ্ত ও কঠিন অবস্থান দীর্ঘ হওয়ায় শরীর হতে নির্গত ঘামে হাবু-ডুবু খাবে, কারো ঘাম পায়ের দু' গিঠা পর্যন্ত, কারো দু' হাটু পর্যন্ত, কারো মাজা পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছবে। আর কেউ-সম্পূর্ণভাবে হাবুডুবু খাবে, এ সব হলো তাদের (ভাল-মন্দ) কর্ম অনুপাতে।

পুনরুত্থান সত্য ও নিশ্চিত, যা ইসলামী শরীয়া (কুরআন ও হাদীস), অনুভূতি শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা প্রমাণিত।

ইসলামী শরীয়া : এর স্বপক্ষে প্রমাণ কুরআনে অনেক আয়াত ও নাবী (ﷺ) হতে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ [سورة التغابن، الآية:٧].

অর্থ : তুমি বল : অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। [সূরাহ আত্‌তাগাবুন, আয়াত-৭]

তিনি আরো বলেন :

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ [سورة الأنبياء، الآية:١٠٤].

অর্থ : যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-১০৪]

রাসূল (ﷺ) বলেন :

((ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يترل الله مطراً كأنه الطل أو الظل- شك الراوي-. فتنبت أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)) [رواه مسلم].

অর্থ : অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকলেই স্কান্ধ উঁচু ও নিচু করবে। অতঃপর সকলেই জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে যাবে। তার পর আল্লাহ হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। বৃষ্টি হতে মানুষের দেহ তৈরী হবে। তারপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ [سورة يس، الآيتان:٧٨،٧٩].

অর্থ : বলে : কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো গলে পচে যাবে ? বল : যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্ব প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত।

[সূরাহ ইয়াসীন, আয়াত-৭৮-৭৯]

الحس : (আল-হিস্‌স) বা অনুভূতী হতে দলীল হল :

আল্লাহ এই পৃথিবীতে অনেক মৃত্যুকে জীবিত করে তাঁর বান্দাদেরকে দেখিয়েছেন। আর এ বিষয়ে সূরাহ বাক্বারায় পাঁচটি উপমা রয়েছে, মূসা (ﷺ) এর সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছিলেন। বাণী ইস্‌রাঈলের এক নিহিত ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। ঐ সম্প্রদায়কে জীবিত করেছিলেন-যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করেছিল। ঐ ব্যক্তিকে যে, জনপদ দিয়ে অতিক্রম করেছিল, ইব্‌রাহীম (ﷺ) এর পাখিসমূহকে।

العقل : (আল-আক্বল) বা বিবেক হতে দলীল হল :

এটি দু'ভাবে হতে পারে :

(ক) আল্লাহ আসমান ও যমিন এবং এতদ্বয়ের মধ্যে যা রয়েছে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আসমান যমিন প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। যিনি প্রথম সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান তিনি (তাকে) পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যাপারে অপারগ নন।

(খ) যমিন শুস্ক ও নির্জীব হয়ে যায়, অতঃপর বৃষ্টি অবতীর্ণ করে যমিনকে সতেজ ও সজীব করে তুলেন, সর্ব প্রকার সবুজ-শ্যামল গাছ পালা উৎপন্ন হয়, সুতরাং যিনি এ মৃত যমিনকে জীবিত করতে সক্ষম, তিনিই মৃতদের পুনরায় জীবিত করাতেও সক্ষম।

পঞ্চমত : হাশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও প্রতিফল :

আমরা ঈমান আনবো যে, সকল দেহের হাশর নাশর হবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাদের মাঝে বিচারে ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল সৃষ্টিজীবকে স্বীয় কৃত কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا [سورة الكهف، الآية:٤٨].

অর্থ : এবং আমরা (আমি) তাদেরকে একত্রিত করব, আর তাদের কাউকে ছাড়বনা। [সূরাহ আল-ক্বাহাফ, আয়াত-৭৪]

তিনি আরো বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ [سورة الحاقة، الايات:١٩-٢١].

অর্থ : অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। [সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত-১৯-২১]

তিনি আরো বলেন :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ [سورة الحاقة، الايتان:٢٥، ٢٦].

অর্থ : অতঃপর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। [সূরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত-২৫-২৬]

আর হাশর হল : মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য ময়দানে একত্রিত করা।

হাশর ও পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্য :

পুনরুত্থান হল : দেহসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা।

হাশর হল : পুনরুত্থিত ব্যক্তিদেরকে অবস্থান ময়দানে একত্রিত করা।

হিসাব, নিকাশ ও প্রতিফল : আল্লাহ তা'বারাক ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন ও তাদেরকে তাদের সম্পাদীত কর্ম সম্পর্কে অবগত করবেন।

অতঃপর মু'মিন মুত্তাকীনদের হিসাব নিকাশ হল, শুধু মাত্র তাদের নিকট তাদের কর্ম পেশ করা হবে। যাতে তারা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে, যা (অনুগ্রহ) আল্লাহ তাদের নিকট হতে দুনিয়াতে

গোপন রেখেছিলেন। আর আল্লাহ আখিরাতে তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর তাদের হাশর হবে তাদের ঈমান অনুপাতে। ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে স্বাগত জানাবে ও জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করবে, আর তাদেরকে অস্থিরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীতি এবং এ কঠিন দিনের ভয়াবহতা হ'তে নিরাপত্তা দিবে, অতঃপর তাদের মুখমন্ডল উজ্জল হবে। আর মুখমন্ডল সে দিন হাসি-খুশী, আনন্দ-উৎফুল্ল সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে। অতঃপর মিথ্যাবাদীদের (কাফেরদের) হিসাব নিকাশ অত্যন্ত কঠিনভাবে হবে। শুক্ষ প্রত্যেকটি ছোট-বড় কর্মের। কিয়ামত দিবসে তাদেরকে তাদের মুখের উপর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে। আর এটা হল তাদের কৃত কর্মের ও অস্বীকার করার ফল সরূপ।

কিয়ামত দিবসে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মাতের, তাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক তাদের পূর্ণ তাওহীদের বদৌলাতে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সকল লোক নাবী (ﷺ) নিজের ভাষায় যাদের গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা কারো নিকট ঝাড় ফুঁক গ্রহণ করেননি, লৌহ্‌ জাতীয় কোন কিছুর ছেঁক দিয়ে চিকিৎসা নেননি। কোন দিন বদ ও নেক ফল গ্রহণ করেননি। আর তারা তাদের প্রভুর উপরেই ভরসা করতেন। তাঁদের মধ্যে হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী উক্‌কাশা বিন মিহ্‌সান (রাযিআল্লাহু আনহু)। আর বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে আল্লাহর হক্ব-সালাতের (নামাযের)। এবং মানুষের মাঝে সর্ব প্রথম ফায়সালা করা হবে রক্তপাতের।

ষষ্ঠত : হাউজ : নাবী (ﷺ) এর হাউজের প্রতি ঈমান আনবো। আর ইহা বিশাল হাউজ ও সম্মানিত অবতরণ স্থান। কিয়ামতের মাঠে জান্নাতের আল-কাউসার নামক নদী হতে শরাব প্রবাহিত হবে। এতে অবতরণ করবে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মু'মিন উম্মাতেরা।

হাউজের কিছু বৈশিষ্ট : ইহার শরাব দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠান্ডা, মধুর চাইতে অধিক মিষ্টি। মিসকের চাইতে সুগন্ধি, ইহা সুপ্রসস্ত যার দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান, এর প্রতিটি প্রান্তের আয়তন এক মাসের পথের সমান। এতে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টি নালা রয়েছে। আর এর পান পাত্র আকাশের তারকা রাজির চাইতে অধিক। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পান পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبداً)) [رواه البخاري].

অর্থ : আমার হাউযের আয়তন এক মাসের পথ সমতুল্য, তার পানি দুধের চাইতে সাদা ও তার ঘ্রাণ মিসকের চাইতে সুগন্ধি, তার পানি পাত্র আকাশের তারকা রাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি ইহা হতে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবেনা। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

সপ্তমত : শাফা'আহ্ :

যখন সেই মহান প্রান্তরে মানুষের বিপদ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং সেথায় তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে। তখন তারা এ প্রান্তরের ভয়াবহ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের প্রভুর নিকট সুপারিশ করা হোক এর প্রচেষ্টা করবে। রাসূলদের মধ্য হতে যারা উলুল আযম (নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা) (عليهم السلام) তাঁরা অপারগতা স্বীকার করবেন। পরে ইহা সর্ব শেষ রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে পৌঁছাবে যার আগের ও পরের গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) এমন স্থানে দাঁড়াবেন যে স্থানে আগের ও পরের সকলেই তাঁর প্রশংসা করবে। এবং এর দ্বারা তাঁর (ﷺ) মহা সম্মান ও উঁচু মর্যদা প্রকাশিত হবে। তার পর আরশের নিচে সিজ্দা করবেন, আল্লাহ তাঁর নিকট অনেক প্রশংসা উপযুক্ত আদেশ ইলহাম করবেন। তিনি (ﷺ) এর দ্বারা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসা করবেন এবং তাঁর মর্যদা বর্ণনা করবেন। তার পর নাবী (ﷺ) তাঁর প্রভুর নিকট (তাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি চাইবেন। আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ) কে সৃষ্টিজীবের সুপারিশ করার জন্য ঐ অনুমতি দিবেন। যাতে বান্দাদের মাঝে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা ভোগের পর সুষ্ঠু ফায়সালা করা হয়।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك، استغاثوا بآدم، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم

فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيؤمئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم)) [رواه البخاري].

অর্থ : কিয়ামত দিবসে সূর্য নিকটে হবে। এমনকি ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারা এই অবস্থাতেই থাকবে। ফলে তারা আদম (ﷺ) অতঃপর ইব্‌রাহীম (ﷺ) অতঃপর মূসা (ﷺ) অতঃপর ঈসা (ﷺ) অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।

অতঃপর মুহাম্মাদ (ﷺ) সুপারিশ করবেন। যাতে সৃষ্টিজীবের মাঝে ফায়সালা সুসম্পূর্ণ করা হয়। অতঃপর তিনি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবেন ও জান্নাতের দরজার কড়া (খোলার জন্য) ধরবেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (ﷺ) কে প্রশংসিত স্থানে অবতরণ করাবেন। সে স্থানের সকলে প্রশংসা করবে। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

এ মহান শাফা'আত আল্লাহ একমাত্র রাসূল (ﷺ) এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেক শাফা'আতের অধিকারী হবেন।

১। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্যে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) শাফা'আত।

তার প্রমাণ : নাবী (ﷺ) বলেন :

((آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ قال فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) [رواه مسلم].

অর্থ : আমি কিয়ামত দিবসে জান্নাতের দরজার নিকটে আসবো, দরজা খোলার অনুমতি চাবো। অতঃপর জান্নাতের প্রহরী বলবে, আপনি কে ? আমি উত্তরে বলব : আমি মুহাম্মাদ, অতঃপর প্রহরী বলবে : আপনার জন্যই শুধু দরজা খোলার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার পূর্বে কারো জন্য (দরজা) খুলিনি। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

২। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর) শাফা'আত ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যাদের নেকী ও বদী বা সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান হয়েগেছে। তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে শাফা'আত করবেন। ইহা কিছু বিদ্যানদের অভিমত। কিন্তু এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম হতে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

৩। তাঁর (ﷺ) শাফা'আত ঐ সম্প্রদায়ের জন্যে যারা জাহান্নামের অধিকারী হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামে না দেওয়ার ব্যাপারে। এর প্রমাণ হল :

নাবী (ﷺ) এর হাদীস :

((شفا عتي لأهل الكبائر من أمتي)) [أبوا داود].

অর্থ : আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কাবীরাহ্ গোনাহ্ করেছে তাদের জন্য আমার শাফা'আত। [হাদীসটি আবূ দাউদ করেছেন]

৪। তাঁর (ﷺ) শাফা'আত, জান্নাতে জান্নাতীদের মর্যদা বৃদ্ধির ব্যাপারে।

তার প্রমাণ : নাবী (ﷺ) এর হাদীস :

((اللَّهُمَّ اغفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهديين)) [رواه مسلم].

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আবূ সালামাকে মাফ কর এবং সঠিক পথ প্রাপ্তদের সাথে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

৫। তাঁর (ﷺ) শাফা'আত, ঐ সকল সম্প্রদায়ের জন্য যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে বিনা হিসাবে ও বিনা

শাস্তিতে। এর প্রমাণ : উক্কাশাহ্ বিন মিহ্সান (রাযিআল্লাহু আনহু) এর হাদীস : সত্তর হাজার লোকের ব্যাপারে, যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তার (উক্কাশাহ্) জন্য দু'আ করলেন :

((اللهم اجعله منهم)) [متفق عليه].

অর্থ : হে আল্লাহ্ তাকে (উক্কাশাকে) তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।
[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

৬। নাবী (ﷺ) এর উম্মাতের মধে হতে যারা কাবীরাহ্ গোনাহ করায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ব্যাপারে তাঁর (ﷺ) শাফা'আত। এর প্রমাণ হল : নাবী (ﷺ) এর হাদীস :

((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) [رواه أبو دواد].

অর্থ : আমার উম্মাতের কাবীরাহ্ গোনাহ্ কারীদের জন্য আমার শাফা'আত। [হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) এর আরো একটি হাদীস হল :

((يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين)) [رواه البخاري].

অর্থ : এক দল লোক নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর শাফা'আতে জাহান্নাম হতে বের হবে, অতঃপর তারা জান্নাতে যাবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে নাম করণ করা হবে। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

৭। যারা শাস্তির হক্বদার হবে তাদের শাস্তি হালকা করার ব্যাপারে তাঁর শাফা'আত, যেমন-তাঁর (ﷺ) চাচা আবূ তালিবের জন্য শাফা'আত। এর প্রমাণ : নাবী (ﷺ) এর হাদীস হল :

((لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)) [متفق عليه].

অর্থ : সম্ভবত কিয়ামতের দিবসে আমার শাফা'আত তার শাস্তি লাঘবে উপকারে আসবে, তাই শাস্তি হিসাবে শুধু পাঁয়ের গিঁঠা পর্যন্ত দু'টি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে, ফলে মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আল্লাহর নিকট শাফা'আত গ্রহণ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে :

(ক) শাফা'আত কারীর ও শাফা'আত কৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তু ষ্টি থাকতে হবে।

(খ) শাফা'আত কাবীর শাফা'আত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى [سورة الأنبياء، الآية:٢٨].

অর্থ : তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি, আল্লাহ সন্তুষ্ট। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত, ২৮]

তিনি আরো বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [سورة البقرة، الآية:٢٥٥].

অর্থ : তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করার কে অধিকার রাখে ? [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২৫৫]

অষ্টমত : মিযান বা মানদন্ড : মিযান বা মানদন্ড সত্য এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর ইহা (মিযান বা মানদন্ড) আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে স্থাপন করবেন, বান্দাদের আমল মাপার ও তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদানের জন্য। ইহা বাস্তব মিযান বা মানদন্ড কাল্পনিক নয়, এর দু'টি পাল্লা ও রশি রয়েছে, এর দ্বারা কর্ম অথবা আমলনামা অথবা স্বয়ং কর্ম সম্পাদন কারীকে মাপা হবে। সবই মাপা হবে, তবে ওজন ভারি-হালকার বিষয়বস্তু হবে শুধু কর্ম, কর্ম সম্পাদনকারী ও আমল নামা নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ [سورة الأنبياء، الآية:٤٧].

অর্থ : আমরা (আমি) কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমরা (আমি) তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহনের জন্য আমরাই (আমিই) যথেষ্ট। [সূরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত-৪৭]

তিনি আরো বলেন :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

[سورة الأعراف، الايتان:٨، ٩].

অর্থ : আর সে দিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। [সূরাহ আল-আ'রাফ, আয়াত-৮-৯]

নাবী (ﷺ) বলেন :

-((الطهوْر شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان)) [رواه مسلم].

অর্থ : পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বাক্যটি ওজনের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

((يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت)) [رواه الحاكم].

অর্থ : কিয়ামত দিবসে এমন মিযান বা মানদন্ড স্থাপন করা হবে, তাতে যদি সাত আসমান ও সাত জমিনও মাপা হয় তা সম্ভব হবে।

[হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন]

নবমত : আস্ সিরাত বা পুল সিরাত :

আর আমরা পুল সিরাতের প্রতি ঈমান আনবো। তা হলো জাহান্নামের পিঠের উপর স্থাপিত পুল, যা ভয়-ভীতি সন্ত্রস্ত অতিক্রম স্থল বা পথ। এর উপর দিয়ে মানুষ জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের ন্যায়। কেউ অতিক্রম করবে বিজলীর ন্যায়। কেউ বাতাসের ন্যায়। কেউ পাখির ন্যায়। কেউ ঘোড়ার ন্যায় চলবে। কেউ মুসাফিরের ন্যায় চলবে। কেউ ঘন ঘন পা রেখে চলবে। সর্ব শেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে টেনে ফেলে দেওয়া হবে। সকলেই অতিক্রম করবে তাদের কর্মের ফলাফল অনুপাতে। এমন কি যার আলো তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের পরিমাণ হবে সেও অতিক্রম করবে। কাউকে থাবা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পুল সিরাত অতিক্রম করতে পারবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সর্ব প্রথম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) অতঃপর তাঁর উম্মাত পুল সিরাত পাড়ি দিবেন। আর সে দিন একমাত্র রাসূলগণ কথা বলবেন। রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম) দের কথা হবে। (اللّٰهُمَّ سلم سلم) অর্থ : হে আল্লাহ্ মুক্তি দাও ! মুক্তি দাও !।

জাহান্নামে পুল সিরাতের দু'ধারে হুঁকের ন্যায় কন্টক থাকবে, এর সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ্ জানেনা। সৃষ্টি-জীব হতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে থাবা মেরে (জাহান্নামে) ফেলে দিবে।

পুল সিরাতের কিছু বর্ণনা :

ইহা তরবারীর চাইতে ধারালো, আর চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও পিচ্ছিল জাতীয়। ইহাতে আল্লাহ্ যাদের পা স্থীর রাখবেন, শুধু মাত্র তাদেরই পা স্থীর থাকবে, আর ইহা অন্ধকারে স্থাপিত হবে। আমানত ও আত্মীয়তা

বন্ধনকে পুল সিরাতের দু'পার্শে দন্ডায়মান অবস্থায় রাখা হবে, যারা ইহা সংরক্ষণ করেছেন তাদের স্বপক্ষে, আর যারা সংরক্ষণ করেনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [سورة مريم، الايتان:٧١، ٧٢].

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় (পুল সিরাতে) পৌঁছবেনা, এটা আপনার পালন কর্তার অনিবার্য ফায়সালা। অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব। [সূরাহ মারইয়াম, আয়াত-৭১-৭২]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((ويضرب الصراط بين ظهراني جنهم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه)) .

অর্থ : জাহান্নামের পিঠের উপর পুল সিরাত স্থাপন করা হবে, আর সর্ব প্রথম আমি ও আমার উম্মাত তা অতিক্রম করবো। [মুসলিম]

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

((ويضرب جسر جهنم..فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم)) [متفق عليه].

অর্থ : জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে, অতঃপর আমিই সর্ব প্রথম অতিক্রম করবো। আর সে দিন রাসূলদের দু'আ হবে, আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম, (হে আল্লাহ ! মুক্তি দাও, মুক্তি দাও)।

[হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন :

((بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف)) [رواه مسلم].

অর্থ : আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, পুল-সিরাত চুলের চাইতে সূক্ষ্ম আর তরবারীর চাইতে ধারালো হবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((وترسل الأمانة والرحم فتقوم على جنبي الصراط يميناً وشمالاً، فيمر أولكم

كالبرق... ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، تجزي بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد ،حتى يجئ الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار)) [رواه مسلم].

অর্থ : আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রেরণ করা হবে, অতঃপর পুল সিরাতের ডানে ও বামে দাঁড়াবে, তোমাদের মধ্যে সর্ব প্রথম যারা (পুল সিরাত) অতিক্রম করবে, তারা বিজলীর ন্যায় অতিক্রম করবে, তার পর যারা অতিক্রম করবে বাতাসের ন্যায়। তার পর পাখির ন্যায়, তার পর মুসাফিরের ন্যায়, তাদের কর্ম তাদেরকে অতিক্রম করাবে। আর তোমাদের নাবী (ﷺ) পুল সিরাতের পার্শ্বে দন্ডায়মান থাকবেন এবং বলবেন : হে প্রভূ মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। এভাবে বান্দাদের কর্ম অপারগ হয়ে যাবে, এমন কি কিছু লোক হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করবে। পুল সিরাতের দু'ধারে ঝুলন্ত হুঁকের ন্যায় কন্টক থাকবে, যাদেরকে গ্রেফতার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করবে। অতঃপর কিছু আহত হয়ে মুক্তি পাবে, আর কিছু নীচ মুখী হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

[হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

দশমত : আল-কানত্বারাহ্ :

আমরা ঈমান আনবো এ কথার প্রতি যে, মু'মিনেরা পুল সিরাত অতিক্রম করে কানত্বারাতে অবস্থান করবে বা দাঁড়াবে। আর ইহা (কানত্বারাহ্) হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান, এখানে ঐ সকল মু'মিনদেরকে দাঁড় করানো হবে, যারা পুল সিরাত অতিক্রম করে এসেছে এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে (এখানে দাঁড় করানো হবে)। অতঃপর তাদের পরি-শুদ্ধির পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمترله في الجنة منه بمترله كان في الدنيا)) [رواه البخاري].

অর্থ : মু'মিনেরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে, তার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কানত্বারাহ্ নামক স্থানে একত্রিত করা হবে। তারপর দুনিয়াতে তাদের মাঝে যে জুলুম নির্যাতন ঘটেছিল একে অপরের পক্ষ হতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। যখন তারা এসব হতে মুক্ত হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর শপথ সেই সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর প্রাণ, নিশ্চয় তাদের প্রত্যেকের দুনিয়ার বাসস্থান হতে জান্নাতের বাসস্থান উত্তম।

[হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

একাদশতম : জান্নাত ও জাহান্নাম :

আমরা ঈমান আনবো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, এ দু'টি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে, আর ইহা কখনো ধ্বংস হবে না এবং চিরস্থায়ীও নয়, বরং সর্বদায় রয়েছে। আর জান্নাতবাসীদের নি'আমত শেষ ও ঘাটতি হবে না, অনুরূপ জাহান্নামীদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ চিরস্থায়ী শাস্তির ফায়সালা করেছেন তার শাস্তি কখনও বিরত ও শেষ হবে না।

তবে তাওহীদ পন্থীরা : আল্লাহর রহমতে ও শাফা'আত কারীদের শাফা'আতে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবেন।

আর জান্নাত হল : অতিথিশালা, যা আল্লাহ্ কিয়ামতে মুত্তাকীনদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় রয়েছে প্রবাহিত নদী উন্নত ও সুউচ্চ কক্ষ, মনোলোভা রমণীসমূহ। তথায় আরো রয়েছে মনঃপূত-মনোহর সামগ্রী যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, আর কোন মানুষের অন্তরেও কোন দিন কল্পনায় আসেনি।

জান্নাতের নি'আমত চিরস্থায়ী কোন দিন শেষ হবেনা। জান্নাতে কোড়া সমতুল্য জায়গাহ্ দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে উত্তম।

আর জান্নাতের সুগন্ধী চল্লিশ বৎসর দূরত্বের রাস্তা হতে পাওয়া যায়। জান্নাতে মু'মিনদের জন্য সব চাইতে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দর্শনলাভ করা।

কিন্তু কাফেররা আল্লাহর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত হবে : আর যারা মু'মিনদের জন্য তাদের প্রভুর দর্শনকে অস্বীকার করলো সে বস্তুত এই বঞ্চিত হওয়াতে মু'মিনদেরকে কাফেরদের সমকক্ষ করলো। আর জান্নাতে একশতটি ধাপ রয়েছে, এক ধাপ হতে অপর ধাপের দূরত্ব আসমান হতে জমিনের দূরত্ব অনুরূপ। আর সবচেয়ে উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল,

জান্নাতুল ফিরদাউস আল-আলা। এর ছাদ হল আল্লাহর আরশ। আর জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার পার্শ্বের দৈর্ঘ "মক্কা "হতে "হাজার" এর দূরত্বের সমান। আর এমন দিন আসবে যে দিনে ইহা ভিড়ে পরিপূর্ণ হবে, আর জান্নাতে নূন্যতম মর্যদার অধিকারী যে হবে তার দুনিয়া ও আরো দশ দুনিয়ার পরিমান জায়গা হবে।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সর্ম্পকে বলেন :

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [سورة آل عمران، الآية:١٣٣].

অর্থ : পরহেজগার মু'মিনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

[সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-১৩৩]

জান্নাত বাসীদের চিরস্থায়িত্ব ও জান্নাত ধ্বংস হবে না। এই সম্পর্কে তিনি বলেন :

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [سورة البينة، الآية:٨].

অর্থ : তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালন কর্তাকে ভয় করে।

[সূরাহ আল-বাইয়্যেনাহ, আয়াত-৮]

আর জাহান্নাম : ইহা শাস্তির ঘর যা আল্লাহ্ কাফের ও অবাধ্যদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। তথায় বিভিন্ন প্রকার কঠিন শাস্তি রয়েছে। তার পাহারাদার হবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ফিরিশতারা। আর কাফেররা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের খাদ্য হবে যাক্কুম (কাঁটা যুক্ত), আর পানিয় হবে পুঁজ, দুনিয়ার আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপ মাত্রার সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ (ঊনসত্তর) গুন বেশী, এর প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় বা তার চাইতে আরো উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার অধিবাসী নিয়ে পরিতুষ্ট হবেনা বরং বলবে যে, আরো আছে কি ? তার সাতটি দরজা হবে। প্রত্যেকটি দরজার জন্য নির্ধারিত জাহান্নামীর অংশ থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন :

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [سورة آل عمران، الآية:١٣١].

অর্থ : জাহান্নামকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
[সূরাহ আলি-ইমরান, আয়াত-১৩১]

জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী এবং তা ধ্বংস হবেনা। এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [سورة الأحزاب، الايتان:٦٤، ٦٥].

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে। [সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত-৬৪-৬৫]

৩। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল :

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অনেক সুফল রয়েছে।

১। ছাওয়াবের আশায় আনুগত্য ও কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী ও উৎসাহী হওয়া।

২। এ দিবসের শাস্তির ভয়ে অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া ও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হ'তে ভয় করা।

৩। আখেরাতে মু'মিনরা যে নি'আমত ও ছাওয়াব পাবে এ আশা-আকাঙ্খায় দুনিয়ার ছুটে যাওয়া জিনিস হতে নিজের শান্তনা লাভ করা।

৪। ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে সৌভাগ্যের মূল উৎস হল শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা। কারণ মানুষ যখন এ কথার প্রতি ঈমান আনবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করবেন ও তাদের হিসাব নিকাশ নিবেন এবং তাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। মায্লুমের (অত্যাচারিত) পক্ষে যালিম (অত্যাচার কারী) ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তখন সে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল অকল্যাণের জড় নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজে কল্যাণ বিস্তার লাভ করবে এবং সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা বেড়ে যাবে।

الركن السادس: الإيمان بالقدر.

ষষ্ঠ রুক্ন : ভাগ্যের প্রতি ঈমান।

১। কদরের (ভাগ্যের) সংজ্ঞা ও তার প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব :

কদর বা ভাগ্য হল : আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিক্মাত অনুযায়ী সৃষ্টি কূলের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ। ইহা আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভলশীল, আর তিনি সর্ব বিষয় ক্ষমতাশীল, তিনি যা ইচ্ছা তাহাই করেন। আর ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্ তা'আলার রুবুবীয়াতের (প্রভুত্তের) প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। আর ইহা ঈমানের ছয়টি রুক্নের অন্যতম একটি রুক্ন, এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুক্নের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [سورة القمر، الآية:٤٩].

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা (আমি) প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। [সূরাহ আল-ক্বামার, আয়াত-৪৯]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أوالكيس والعجز)) [رواه مسلم].

অর্থ : প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি অপারগতা ও চতুরতা অথবা চতুরতা ও অপারগতা। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

২। ভাগ্যের স্তর :

চারটি স্তর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে :

প্রথমত : আল্লাহর অনন্ত জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনা, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ [سورة الحج، الآية:٧٠].

অর্থ : তুমি কি জাননা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবগত যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, নিশ্চয়ই ইহা কিতাবে লিখিত আছে, আর নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর নিকট সহজ। [সূরাহ আল-হাজ্জ আয়াত-৭০]

দ্বিতীয়ত : লাউহে মাহ্ফুজে আল্লাহর জানা মোতাবেক ভাগ্যসমূহ লিখে রাখার প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [سورة الأنعام، الآية:٣٨].

অর্থ : আমরা (আমি) কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি।
[সূরাহ আন-আম আয়াত-৩৮]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة))
[رواه مسلم].

অর্থ : আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জীবের ভাগ্যসমূহ লিখে রেখেছেন। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

তৃতীয়ত : আল্লাহর কার্যকরী ইচ্ছা ও তাঁর ব্যাপক শক্তির প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سورة التكوير، الآية:٢٩].

অর্থ : আল্লাহ যিনি জগতসমূহের প্রভু তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে তোমরা কোন কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।(অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত।) [সূরাতুত্ তাকভীর আয়াত -২৯]

নাবী (ﷺ) ঐ ব্যক্তিকে বলেন : যে ব্যক্তি তাঁকে (ﷺ) লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

((ما شاء الله وشئت))

অর্থ : আল্লাহ এবং তুমি যা চেয়েছো (ওয়াও দ্বারা আত্বফ করে)।

((أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده)) [رواه أحمد].

অর্থ : তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে ? বরং তিনি একাই যা চেয়েছেন। [হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ বর্ণনা করেছেন]

চতুর্থত : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা ইহার প্রতি ঈমান আনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [سورة الزمر، الآية:٦٢].

অর্থ : আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর অভিবাবক।
[সূরাহ-আয্‌যুমার আয়াত-৬২]

তিনি আরো বলেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [سورة الصافات، الآية:٩٦].

অর্থ : আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন।
[সূরাহ আস্ সাফ্‌ফাত আয়াত-৯৬]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((إن الله يصنع كل صانع وصنعته)) [رواه البخاري].

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল আবিস্কারক ও তার আবিস্কারকে সৃষ্টি করেন। [হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন]

৩। ভাগ্যের প্রকার :

(ক) সকল সৃষ্ট জীবের সাধারণ ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর ইহাই আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে লাউহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(খ) সারা জীবনের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করণ। আর তা হল বান্দার মাঝে রুহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেওয়ার সময় হতে তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে নির্ধারণ করা।

(গ) বাৎসরিক ভাগ্য নির্ধারণ করা। ইহা হল, প্রত্যেক বৎসর যা কিছু

সংঘটিত হবে তা নির্ধারণ করা। আর ইহা প্রত্যেক বৎসরের মহিমান্বিত রজনীতে হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [سورة الدخان، الآية:٤].

অর্থ : এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মের ফয়সালা করা হয়।

[সূরাহ-আদ্দুখান আয়াত-৪]

(ঘ) দৈনন্দিন ভাগ্য নির্ধারণ করণ, আর তা হল সম্মান, অপমান, (কিছু) দেওয়া না দেওয়া, জীবিত করা, মৃত্যু দান ইত্যাদি যা দৈনন্দিন সংঘটিত হবে, তা নির্ধারণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. [سورة الرحمن، الآية:٢٩].

অর্থ : আসমান ও যমিনে বিচরণশীল সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থী, প্রত্যেকদিন (সময়) তিনি কোন না কোন কর্মেরত থাকেন।

[সূরাহ আর-রাহ্মান আয়াত-২৯]

৪। ভাগ্যের ব্যাপারে সালাফদের আকিদাহ বা বিশ্বাস হল :

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, প্রভু তার মালিক বা অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির পূর্বে তাদের ভাগ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাদের বয়স, রুযী, কর্মসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আরো লিখে রেখেছেন যে, সুখ অথবা দুঃখের দিকে তারা ধাবিত হবে।

প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে হিসাব করে রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। আর যা হয়েছে ও হবে তা সবই জানেন। আর যা হয় নাই যদি তা হতো কিভাবে হতো তাও জানেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। যাকে ইচ্ছা হেদা'আত দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন।

আর নিশ্চয় বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে, যা দ্বারা তাদেরকে যে সকল কাজের সমর্থবান করেছেন তা সম্পাদন করে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ্ যা চান শুধু মাত্র তাই হয়।

আল্লাহ্ তা'আ'লা বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [سورة العنكبوت، الآية:٦٩].

অর্থ : যারা আমার পথে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। [সূরাহ-আল-আন্‌কাবুত আয়াত-৬৯]

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দার ও তার কর্মের সৃষ্টি কর্তা আর তারাই এই কর্মগুলো প্রকৃত পক্ষে সম্পাদন কারী। ওয়াজেব কাজ বর্জনে ও হারাম কাজ করাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো কোন হুজ্জাত বা দলীল দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, বরং বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পূর্ণ দলীল রয়েছে। বিপদ-আপদে ভাগ্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হলেও নিন্দনীয় ও পাপের কাজে ভাগ্যের অযুহাত দেয়া বৈধ নয়। যেমন-নাবী (ﷺ) আদম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম) এর পরস্পর বিতর্কের ব্যাপারে বলেন :

((تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدّر عليّ قبل أن أخلق فحج آدم موسى)) [رواه مسلم].

অর্থ : আদম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম) বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন, অতঃপর মূসা (عليه السلام) বল্‌লেন : হে আদম (عليه السلام), তোমাকেই তো তোমার পাপ জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল। তারপর আদম (عليه السلام) তাঁকে বল্‌লেন : হে মূসা ! (عليه السلام) তোমাকেই তো আল্লাহ্ তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন ? তার পরও তুমি আমাকে এমন বিষয়ের উপর দোষারোপ করতেছ যা আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্বাচন করে রেখেছেন। অতঃপর আদম (عليه السلام) মূসা (عليه السلام) এর উপর জয়ী হলেন। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

৫। বান্দাদের কর্মসমূহ :

যে সকল কাজ আল্লাহ্ তা'আলা এই নিখিল বিশ্বে সৃষ্টি করেছেন তা দু' ভাগে বিভক্ত :

প্রথম : আল্লাহ্ তা'আলার কর্মসমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি

জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কাহারো কোন প্রকার ইচ্ছা ও ইখ্‌তিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ ও অসুস্থ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [سورة الصافات، الآية:٩٦].

অর্থ : আর আল্লাহই তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরাহ আস্ সাফ্‌ফাত ৯৬]

তিনি আরো বলেন :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [سورة الملك : الآية:٢].

অর্থ : যিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ট ? [সূরাহ-আল মূল্‌ক, আয়াত-২]

দ্বিতীয় : আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর ইহা সম্পাদন কারীর ইখ্‌তিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়, কারণ ইহা আল্লাহ্ তাদের উপর অপর্ণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [سورة التكوير، الآية:٢٨].

অর্থ : যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়।

[সূরাহ আল-তাকভীর, আয়াত-২৮]

তিনি আরো বলেন :

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [سورة الكهف، الآية:٢٩].

অর্থ : অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। [সূরাহ আল-ক্বাহাফ, আয়াত-২৯]

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্বদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্বদার। আল্লাহ্ শুধু মাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [سورة ق، الآية:٢٩].

অর্থ : আর আমি বান্দাদের উপর জুলুমকারী নই।

[সূরাহ ক্বাফ, আয়াত-২৯]

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেহ্ ছাদ হতে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেহ্ তাকে ছাদ হতে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হল ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হল নিরুপায়ের।

৬। আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কর্মের মাঝে সমঝতা :

আল্লাহ্ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃত পক্ষে তার কর্মের সম্পাদন কারী। সারাসরি তা আদায় কারী, কারণ তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে।

অতঃপর সে যদি ঈমান আনে তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফের হল। যেমন আমরা বলে থাকি যে, এই ফল এই গাছের আর এই ফসল এই ক্ষেতের। অর্থ হল : নিশ্চয়ই ইহা হতে উৎপন্ন হয়েছে। আর আল্লাহর দিক হতে, এর অর্থ হবে : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহাকে ইহা হতে সৃষ্টি করেছেন। এ দু' এর মাঝে কোন প্রকারের বিরোধ নেই।

আর এর দ্বারা (শারউল্লাহ) আল্লাহর প্রনয়ণ ও তাঁর নির্ধারণ এক বলে বিবেচিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [سورة الصافات، الآية:٩٦].

অর্থ : অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। [সূরাহ আস্ সফ্ফাত, আয়াত-৯৬]

তিনি আরো বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ

بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى [سورة الليل، الايات:٥-١٠].

অর্থ : অতএব যে দান করে এবং আল্লাহ্ ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব, আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

[সূরাহ আল-লাইল, আয়াত-৫-১০]

৭। ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় :

ভাগ্যের ব্যাপারে বান্দার করণীয় কাজ হল দু'টি :

প্রথম : সাম্ভব্য কাজ সম্পাদনের ও সতর্কিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাঁর কাছে (আল্লাহর কাছে) আরো চাইবে যেন তাকে সহজ সাধ্য কাজ সহজ করেদেন, আর কঠিন সাধ্য কাজ হতে তাকে বিরত রাখেন।আর তাঁর উপর ভরসা করবে ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে। অতঃপর কল্যাণ অর্জনের জন্য ও অকল্যাণ বর্জনের জন্য তাঁর নিকটেই মুখাপেক্ষী হবে।

তিনি (ﷺ) বলেন :

((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لـو تفـتح عمـل الشيطان)).

অর্থ : তোমার কল্যাণকর কাজের প্রতি আগ্রহবান হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। আর তুমি যদি কোন কষ্টের সম্মুখীন হও তবে এই রুপ বলিওনা যে আমি যদি এই কাজ করতাম তাহলে এই হত। বরং বল যে, আল্লাহ্ যা নির্ধারিণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন, কারণ "যদি" কথাটি শায়তানের কর্ম খুলে দেয়।

দ্বিতীয় : বান্দা তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, ঘাবড়াবেনা। অতঃপর জানবে যে, নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহর পক্ষ হতে, সুতরাং সন্তোষ্ট চিত্তে মেনে নিবে। আরো জ্ঞাত হবে-যে বিপদ তাকে আক্রমন করেছে তা ভুল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিলনা।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك)).

অর্থ : আরো জ্ঞাত হও যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেছে তা তোমাকে ভুল করে আসেনি। আর যে বিপদ তোমাকে আক্রমন করেনি তা তোমার জন্য আসার ছিলনা।

৮। ভাগ্য ও ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা :

ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য। কেননা ইহা আল্লাহর প্রভুত্বের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অন্তর্ভুক্ত। তাই সকল মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য।

কারণ আল্লাহর কর্ম ও ফায়সালা সকলই ভাল (ন্যায় পরায়ণ) ইন্‌সাফ ভিত্তিক হিক্‌মাত পূর্ণ। সুতরাং যার আস্থা থাকবে যে, নিশ্চয় যা (সুখ-দুঃখ) তাকে পৌঁছিয়াছে তা তাকে ভুল করার ছিলনা আর যা তাকে ভুল করেছে তা তাকে পৌঁছার ছিলনা সে পেরেশানী ও সন্দেহ্ হতে বেঁচে থাকবে। আর তার জীবন হতে ব্যাকুলতা ও দোদুল্যমানতা দূর হবে। চলে বা হারিয়ে যাওয়া বস্তুর উপর চিন্তিত হবে না। আর তার ভবিষ্যৎ কে ভয় পাবেনা। আর এর মাধ্যমে সে সব চাইতে সৌভাগ্য পূর্ণ হবে, আত্মার দিক দিয়ে সব চাইতে পূত-পবিত্র হবে, আর সব চাইতে শান্ত হবে। আর যে জানতে পারবে যে, তার বয়স সীমিত, রুযী পরিমিত, সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, কাপুরুষত্বা বয়স বাড়াতে পারে না। কার্পন্য রুযী বাড়াতে পারে না। তাহলে সবই লিখিত রয়েছে। বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, পাপ ও ত্রুটি পূর্ণ কর্ম সম্পাদন করার কারনে ক্ষমা চাইবে।

আর আল্লাহ্ যা (তার জন্য) নির্ধারণ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তবেই আদেশের আনুগত্য আর বিপদের উপর ধৈর্য ধারণের মাঝে সমন্নয় গড়তে সক্ষম হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [سورة التغابن، الآية:١١].

অর্থ : আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার বিপদ আসে না এবং

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

[সূরাহ আত্তাগাবুন, আয়াত-১১]

তিনি আরো বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ [سورة غافر، الآية:٥٥].

অর্থ : অতএব তমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। [সূরাহ গাফের, আয়াত-৫৫]

৯। হিদায়াত দু' প্রকার : (হিদায়াতের দু'টি অর্থ)

প্রথম : হিদায়াত অর্থ : সত্যের সন্ধান দেওয়া, সৎপথ প্রদর্শন করা। আর সকল সৃষ্টি জীবই এর মালিক। আর সকল রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ এরই মালিক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [سورة الشورى، الآية:٥٢].

অর্থ : নিশ্চয়ই তমি সরল পথ প্রদর্শন কর। [সূরাহ আশ্শুরা, আয়াত-৫২]

দ্বিতীয় : হিদায়াত এর অর্থ আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদেরকে (ভাল কাজের) তাওফীক প্রদান করা ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা বা অটল রাখা, (আর ইহা) তাঁর মুত্তাকীন বান্দাদের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই হিদা'আতের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. [سورة القصص، الآية:٥٦].

অর্থ : তুমি যাকে ভালবাসো, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।

[সূরাহ আল-ক্বাসাস, আয়াত-৫৬]

১০। (আল্লাহর) কুরআনে বর্ণিত ইরাদা (ইচ্ছা) দু' প্রকার :

প্রথম : ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া, তা হল সকল সৃষ্টিকূলের তরে নির্ধারিত ঘটনীয় ইচ্ছা, সুতরাং আল্লাহ্ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা

হয় না। আর ইহা (ইরাদা কাউনিয়া ক্বাদারিয়া) অবশ্যই পতিত হবে। কিন্তু ইরাদা শারয়ীয়া এর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (ইহাকে) ভালবাসা ও এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ [سورة الأنعام، الآية:١٢٥].

অর্থ : আল্লাহ্ যাকে হিদা'আত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। [সূরাহ আনআম, আয়াত-১২৫]

দ্বিতীয় : ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া, তা হল ধর্মীয় নির্দেশ বা উদ্দেশ্য ও তার আহল অনুসারী কে ভালবাসা ও তাদের প্রতি সন্তষ্ট থাকা। ইরাদা দ্বীনিয়া শারয়ীয়া বাস্তবায়িত হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে ইরাদা কাউনিয়া সংযুক্ত না হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة، الآية:١٨٥].

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা চান না। [সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-১৮৫]

আর ইরাদা কাউনিয়া অধিক ব্যাপক, কারণ সকল শারয়ী উদ্দেশ্য যা বাস্ত-বায়িত হয় তা সৃষ্টিগত দিক হতেও বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উদ্দেশ্যিত।

আর পতিত সকল কাউনী উদ্দেশ্য বা ঘটমান ইচ্ছা শরীয়াতে তা উদ্দেশ্যিত নয়। যেমন আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর ঈমানের মাঝে উভয় প্রকার ইরাদা বা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর আবু জাহল এর কুফরীতে শুধুমাত্র ইরাদা কাউনিয়া বা ঘটমান ইচ্ছা ছিল। আর যাতে ইরাদা কাউনিয়া পাওয়া যাবে না, যদিও তা শারীআতের দিক থেকে প্রত্যাশিত, যেমন আবু জাহলের ঈমান। সুতরাং যদি ও আল্লাহ্ নাফারমানী পূর্ণ ইচ্ছা করেন ঘটবার দিক থেকে এবং সৃষ্টিগত দিক থেকে তা চান কিন্তু তা দ্বীন হিসাবে পছন্দ করেন না, ভাল বাসেন না ও তার প্রতি নির্দেশও দেন না। বরং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখেন, অপছন্দ করেন, তা হতে নিষেধ (বান্দাদেরকে) করেন ও তা সম্পাদন কারীকে সাবধান করেন। আর এসব তাঁরই নির্ধারণ তবে আনুগত্যপূর্ণ কর্ম ও ঈমান আনা নিশ্চয়ই আল্লাহ্

তা'আলা ইহাকে ভাল বাসেন, এবং এর নির্দেশ দেন এবং এর সম্পাদন কারীকে নেকী ও সুন্দর প্রতি দানের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন, তাঁর ইরাদা ছাড়া তাঁর নাফারমানী করা যায় না। আর আল্লাহ্ তা'আলা যা চান শুধু তাই পতিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আল বলেন :

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ [سورة الزمر، الآية:٧].

অর্থ : (আল্লাহ্) তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না।

[সূরাহ আয্‌যুমার, আয়াত-৬]

তিনি আরো বলেন :

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ [سورة البقرة، الآية:٢٠٥].

অর্থ : আল্লাহ্ ফাসাদ (অশান্তি) পছন্দ করেন না।

[সূরাহ আল-বাক্বারা, আয়াত-২০৫]

১১। ঐ সকল আস্‌বাব বা কারণসমূহ যা ভাগ্য পরিবর্তন করে :

আল্লাহ্ এই ভাগ্যের জন্য কিছু কারণ তৈরী করে রেখেছেন যা ইহাকে পরিবর্তন ও প্রতিরোধ করে। যেমন-দু'আ, সাদাকাহ্ ঔষধ, সতর্কতা অবলম্বন, (নিজের) কর্ম দক্ষতা ব্যাবহার করা, কারণ সবই আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ, এমনকি অপারগতা- অক্ষমতা ও বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা।

১২। ভাগ্যের মাস্‌আলা বা বিষয়টি আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে তাঁর একটি রহস্যময় বিষয় :

ভাগ্য নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে এ কথাটি শুধু মাত্র ভাগ্যের গোপন দিকের জন্য প্রযোজ্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকাত শুধুমাত্র আল্লাহ্ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ পথ ভ্রষ্ট করেন, হিদা'আত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন ও কিছু প্রদান করেন।

যেমন তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

((إذا ذكر القدر فأمسكوا)) [رواه مسلم].

অর্থ : যখন ভাগ্যের কথা স্মরণ করা হবে তখন তোমরা তা নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে চুপ থাকবে। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন] তবে ভাগ্যের অন্যান্য দিক ও তাঁর মহা হিক্মাত স্তর, মর্যাদা ও তাঁর প্রভাব মানুষের নিকট বর্ণনা করা ও তা তাদেরকে জানানো বৈধ রয়েছে।কারণ ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের রুক্নসমূহের একটি অন্যতম রুক্ন, যা শিক্ষা করা ও জানা একান্ত কর্তব্য।

যেমন রাসূল (ﷺ) যখন জিব্রীল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ঈমানের রুক্নসমূহ উল্লেখ করেন তখন বলেন :

((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) [رواه مسلم].

অর্থ : উনি হলেন জিব্রীল তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমণ করেছেন। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

১৩। ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া :

ভবিষ্যতে কি হবে বা না হবে এই সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান, (ইহা) অদৃশ্য ইহা তিনি ব্যতীত কেহ জানেনা। (ইহা) মানুষ ও জ্বিনদের অজানা। এতে কোন ব্যক্তিরই স্বীয় পক্ষ গ্রহণের দলীল নেই। আর যে বিষয় ফায়সালা হয়েগেছে তার উপর ভরসা করে কর্ম ত্যাগ করা ঠিক নয়। সুতরাং ভাগ্য আল্লাহর বিরুদ্ধে ও তাঁর সৃষ্টির কাহারো জন্য দালীল বা হুজ্জাত নয়।

যদি খারাপ কাজ করার উপর ভাগ্যের দ্বারা দলীল দেওয়া বৈধ হতো, তাহলে অত্যাচারী শাস্তি প্রাপ্ত হতনা, মুশরিক ব্যক্তি হত্যা হতো না, হদ্ বা বিধান প্রতিষ্ঠিত হতনা, আর কেহ্ অত্যাচার করা হতে বিরত থাকতো না। আর ইহা দ্বীন ও দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম হত, যার ভয়াবহতা সকলের জানা।

আর যারা ভাগ্য দ্বারা দলীল দেয়, তাদেরকে আমরা বলবো তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী এ ব্যাপারে তোমার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর যদি তোমার নিকট এই ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান থাকত অবশ্যই আমরা তোমাকে সৎকাজের আদেশ দিতাম না ও অন্যায় থেকে নিষেধও করতাম না। বরং তুমি কর্ম সম্পাদন কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে তাওফীক প্রদান করবেন, আর তুমি জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু কিছু সাহাবা যখন ভাগ্যের হাদীসসমূহ শুনতেন তখন বলতেন : এখন তুমি আমার চাইতে বেশী প্রচেষ্টাকারী নও। (অর্থাৎ আমি বেশী প্রচেষ্টাকারী)। নাবী (ﷺ) কে আত্ম পক্ষ সমর্থনে ভাগ্যের দ্বারা দালীল দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

((اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة،))

অর্থ : তোমরা কর্ম সম্পাদন করতে থাকো যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজ সাধ্য হবে, সুতরাং যারা সৌভাগ্যবান হবে তাদেরকে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যারা দূর্ভাগ্যবান হবে, তাদেরকে দূর্ভাগ্যবান ব্যক্তিদের যে কাজ সেই কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।

অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করলেন :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ [سورة الليل، الايات:٥-١٠].

অর্থ : অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।

[সূরাহ আল-লাইল, আয়াত-৫-১০]

১৪। আসবাব বা (মাধ্যমসমূহ) গ্রহণ করা :

বান্দার নিকট দু' প্রকার কাজ উপস্থিত হয় :

১। এমন কর্ম যাতে বাহানা বা অজুহাত রয়েছে তা সম্পাদনে সে অপারগ নয়।

২। এমন কর্ম যাতে বাহানা ও অজুহাতের অবকাশ নেই, তা পালনে সে ধৈর্য ধারণ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ পতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদ সম্পর্কে জানেন।

তাঁর (আল্লাহর) বিপদ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে এর অর্থ এই নয় যে,

তিনিই বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদে পতিত করেছেন, বরং এই বিপদ পতিত হয়েছে এর নির্ধারিত কারণসমূহের দ্বারাই।

যদি বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম যা ব্যবহার ও গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শরী'আত অনুমতি দিয়েছে পরিত্যাগ করার কারণে পতিত হয়, তবে সে নিজেকে হিফাজত না করার কারণে ও তাঁকে বিপদ হতে রক্ষাকারী মাধ্যম গ্রহণ না করার কারণে দোষী হবে।

আর যদি এই বিপদ প্রতিরোধ করার তার ক্ষমতা না থাকে তবে সে মা'জুর হবে।

সুতরাং মাধ্যম গ্রহণ করা ভাগ্য ও ভরসার পরিপন্থী নয় বরং ইহা (মাধ্যম গ্রহণ করা) এরই (ভাগ্য ও ভরসারই) অন্তর্ভুক্ত।

আর যখন ভাগ্য পতিত হয়ে যায় তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় ও নিম্নের কথার দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করবে।

(قدّر الله وما شآء فعل)

অর্থ : আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। তবে ভাগ্য পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের দায়িত্ব হল বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করা ও ভাগ্যের দ্বারা ভাগ্যের প্রতিরোধ করা। নাবীগণ নিজেদেরকে নিজেদের শত্রু থেকে হিফাযতকারী পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তাঁরা আল্লাহর ওয়াহীও নিরাপত্তা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল ভরসা কারীদের নেতা ছিলেন, তা সত্বেও তিনি মাধ্যম গ্রহণ করতেন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা থাকার পরও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ [سورة الأنفال، الآية:٦٠].

অর্থ : আর প্রস্ত্তত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। [সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত-৬০]

তিনি আরো বলেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [سورة الملك، الآية:١٥].

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য যমিনকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযীক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। [সূরাহ-আল-মূলক, আয়াত-১৫]

নাবী (ﷺ) বলেন :

((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان)) [رواه مسلم].

অর্থ : দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা, সবল মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয়, তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহত রয়েছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তা আদায়ে তুমি অগ্রগামী ও যত্নবান হও। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর অপারগতা প্রকাশ করিওনা। তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করলে তুমি বলিওনা যে নিশ্চয় আমি এই কাজ করলে এই এই হতো বরং তুমি বল : আল্লাহ্ যা নির্ধারিণ করেছেন ও চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ (لو) "লাউ" (যদি) কথাটি শায়তানের কর্মকে খুলে দেয়। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

১৫। ভাগ্যকে অস্বীকার কারীর বিধান :

যে ব্যক্তি ভাগ্যকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরী'আতের মূলনীতিসমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। আর এর মাধ্যমে সে কুফরী করলো। কিছু কিছু সালাফ সলিহ্ বলেন :

((ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروابه خصموا)).

অর্থ : তোমরা কাদরীয়াহ সম্প্রদায়ের সাথে জ্ঞান দ্বারা মুনাযারা (তর্ক) কর, তারা যদি অস্বীকার করে তাহলে তারা কুফরী করলো, আর

যদি তারা স্বীকার করে তাহলে তারা (তোমাদের সাথে) ঝগড়া করলো।

১৬। ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল :

ফায়সালা ও ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার অনেক শুভ-পরিনাম সুন্দর প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রয়েছে যা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে।

(ক) নিশ্চয় ইহা (ভাগ্যের প্রতি ঈমান) বিভিন্ন প্রকার নেক আমল ও ভাল গুন অর্জন করার সুযোগ জন্ম দেয়। যেমন আল্লাহর ইখ্‌লাস বা এক নিষ্ঠতা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা, তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখা ধৈর্য ধারণ করা, প্রখর সহনশীলতা, নৈরাশ্যতা দূর করা, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া করা, তাঁর অনুগ্রহ দয়া পেয়ে খুশী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জন্য বিনয় নম্রতা প্রকাশ করা, উদাসীনতা ও অহংকার ত্যাগ করা। আল্লাহর প্রতি ভরসা করতঃ ভাল পথে ব্যায় করার মন মানুসিকতাও সৃষ্টি করে। বীরত্ব সৃষ্টি করে, ভাল কাজ করার দিকে অগ্রসর করে, অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ তৈরী করে, আত্ম সম্মানী করে, উচ্চাভিলাশী করে, কর্ম দক্ষতা সৃষ্টি করে, কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা তৈরী করে সুখে-দুখে মধ্য পথ অবলম্বন কারী তৈরী করে, হিংসা ও প্রতিবাদ করা থেকে নিরাপদে রাখে। বাজে গাল- গল্প বাতিল কাজ হতে বিবেককে মুক্ত রাখে। আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তি নিয়ে আসে।

(খ) ভাগ্যের প্রতি ঈমানদার ব্যক্তি তার জীবনে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত হয়। অধিক নি'আমত তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর বিপদে নৈরাশ হয় না। আর সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা (তার জন্য) আল্লাহর নির্ধারিণ মাত্র, তার পরীক্ষা স্বরূপ। ঘাবড়ায় না বিচলিত হয় না। বরং ধৈর্য ধারণ করে ও নেকীর আশা রাখে।

(গ) নিশ্চয় ইহা পথ ভ্রষ্টের কারণসমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপনী হতে হেফাজত করে। ইহা তার জন্য (মু'মিনের জন্য) সঠিক পথে প্রতিষ্ঠা থাকার স্থায়ী প্রচেষ্টা, নেক কাজ বেশী বেশী করার সুযোগ, নাফারমানীপূর্ণ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার সুযোগ করে দেয়।

(ঘ) নিশ্চয় এটি মু'মিনদের জন্য সুদৃঢ় অন্তর ও পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বারা ভয়ানক ও কঠিন কাজকে প্রতিহত করার মনোভাব তৈরী করে দেয়, মাধ্যম বা উপকরণ গ্রহণ করার সাথে।

নাবী (ﷺ) বলেন :

((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)) [رواه مسلم].

অর্থ : কি আর্শ্চয্য ! নিশ্চয় মু'মিনের সকল কর্মই ভাল, আর ইহা শুধু মু'মিনদের জন্য খাস, যদি তাকে কোন আনন্দ পায় সে প্রশংসা করে, ফলে তা তাঁর জন্য কল্যাণ হয়। আর যদি তাকে কোন বিপদ পায় সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণ হয়। [হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন]

আর্‌কানুল ঈমান, বা ঈমানের স্তম্ভসমূহের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত।